CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 August, 2020 ■ আগরতলা, ২ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১৮ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

করোনায় রাজ্যে মৃত্যু বেড়ে ২৩, নতুন সংক্রমিত ২৫৩

৪,১৪৩ জনের লক্ষন সত্বেও পরীক্ষায় অসম্মতি ভবিষ্যতে কিছু হলে দায় নেবে না সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ২৫৩ জন। সেইসাথে মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। যদিও আরও এক করোনা আক্রান্ত যুবক আত্মহত্যা করেছে। রাজ্যে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত হল ২৩ জনের। মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাতে বিভিন্ন মহল থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় স্বাস্থ্য কর্মীরা ৪১৪৩ জনের লক্ষণ পেয়েছেন। কিন্তু, তারা কেউই কোভিড-১৯ পরীক্ষায় সম্মত হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, যদি ভবিষ্যতে তাদের কোন সমস্যা হয় তার জন্য রাজ্য সরকার দায়ি থাকবে না।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সর্বমোট ৫ হাজার ৩৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৫৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিন করোনা সমীক্ষায় বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ৩ হাজার ৫০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৫২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ও কন্টেইমেন্ট জোনের ৮১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪১ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। সবমিলিয়ে এদিন ৫ হাজার ৩৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৫৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

তাতে দেখা গিয়েছে, পশ্চিম জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। এই জেলায় ১০১ জন। অন্যদিকে, উত্তর জেলায় আক্রান্ত ৩২ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩ জন, ধলাই জেলায় ১১ জন, খোয়াই জেলায় ৩৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৯ জন, গোমতী জেলায় ৩৮ জন এবং দক্ষিণ জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১০ জন।

অন্যদিকে, করোনা সংক্রমিত দুইজনের মৃত্যু হয়েছে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে। তাছাড়া জিবি হাসপাতালে আরও এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যদিও ওই যুবক করোনা সংক্রমিত ছিল বলে জানা গিয়েছে। ওই যুবকের বাড়ি বাইখোড়া থানার অধীন মুহুরিপুরের কালমা গ্রামে। ওই যুবক দুইদিন আগে বিষপান করেছিল। তাকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায় ওই যুবক করোনা সংক্রমিত। তার চিকিৎসা চলছিল জিবি হাসপাতালেই। গতকাল সে জি বি হাসপাতালের পাকা ভবনের ছাদ থেকে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গিয়েছে, ওই যুবক বিষপান করার আগেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বাদশ উত্তীর্ণ ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার কাঁঠালিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। কাঁঠালিয়া ব্লকের যাত্রাপুর থানা এলাকার বড়খলা গ্রামে সদ্য উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এক ছাত্র ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কেন সে আত্মহত্যা করেছে সে সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। পরিবারের লোকজনরা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহটি ময়না তদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

এদিকে, কেন ওই ছাত্র আত্মহত্যা করেছে এনিয়ে পরিবারের লোকজনও কোনও তথ্য দিতে পারছে না। পুলিশ অবশ্য একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অমর সিং'র জীবনাবসান

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি. স.)।। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজ্যসভার বর্ষীয়ান সাংসদ অমর সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪। বিগত কয়েক মাস ধরে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক হওয়ায় তাকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। ২০১৩ সাল থেকেই কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন এক সময়ের দাপুটে সমাজবাদী পার্টির নেতা। সম্প্রতি তার কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল।সিঙ্গাপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।বিগত কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন একসময়ের মুলায়ম সিং ঘনিষ্ঠ এই নেতা।

করোনা সংক্রমিত হলেন আইপিএফটির বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। করোনা-র থাবা আইপিএফটি দলেও ছড়িয়ে পড়েছে। দলীয় বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। করোনা আক্রান্ত হলেও তাঁর দেহরক্ষীর কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। শনিবার মেলাঘর সাগরমহল কোভিড কেয়ার সেন্টারে তাঁকে ভরতি করা হবে।

ইতিপূর্বে বিজেপি বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী এবং দুই দেহরক্ষীর দেহেও করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। আজ তাঁরা সকলেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

আজ টেলেফোনে আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বলেন, দুদিন ধরে জ্বর, কাশি এবং মাঝে মাঝে শরীরের ব্যথায় ভুগছিলেন। তাই গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে কোভিড-১৯ টেস্ট করিয়ে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি বলেন, আমার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ঠিকই, কিন্তু দেহরক্ষীর রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাছাড়া, আজ বিকেলে আমার পরিবারের সদস্যদেরও কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হবে।

সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে তিনি অনুমান করে বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে ত্রিপুরায় চারটি জেলা সফর করেছি। সাংগঠনিক কাজে উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, ধলাই এবং খোয়াই জেলা সফর করতে হয়েছে। তখনই সংক্রমিত হয়েছি বলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মুক্ত হলেন বিধায়ক রামপদ, সুস্থ স্ত্রী ও দুই দেহরক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। করোনা মুক্ত হলেন বিজেপি বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। তাঁর স্ত্রী এবং দুই দেহরক্ষীও আজ সুস্থ হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ১০ দিন কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন থাকার পর শনিবার তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

এ-বিষয়ে রামপদবাবু জানিয়েছেন, গত ২২ জুলাই তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। সাথে গোমতি জেলা সহ-সভাপতির রিপোর্টও পজিটিভ এসেছিল। এর পর তাঁদের সকলকে গোমতি জেলায় উদয়পুর মহকুমায় চন্দ্রপুর কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, প্রথম রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর আরও একবার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতেও রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। পুনরায় কোভিড-১৯ পরীক্ষায় আজ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। আজকেই তাঁদের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছুটি দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কোভিড কেয়ার সেন্টারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফেইসবুক লাইভে গর্ভবতী মহিলার আর্তনাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। করোনা মোকাবিলায় করুণ চিত্র আক্রান্তের ক্যামেরায় ফুঁটে উঠেছে। চরম অব্যবস্থা ফেইসবুক লাইভে তুলে ধরেছেন জনৈকা গর্ভবতী মহিলা। করোনা আক্রান্ত ৭ মাসের অন্তঃসত্বা ওই মহিলা ভগসিং যুব আবাস কোভিড কেয়ার সেন্টারের নোংরা পরিবেশের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি ওই অব্যবস্থায় নিজেকে চরম অসুরক্ষিত বলে মনে করছেন। বিশেষ করে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য তিনি চিন্তায় রীতিমত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। প্রশাসনের কাছে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারের দাবি জানিয়েছেন। ওই মহিলার অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক পদস্থ আধিকারিক বলেন, সাফাই কর্মীদের দায়িত্ব এড়ানো উচিত নয়। তবে, তারাও ওই ভাইরাসের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন।

শুক্রবার এক গর্ভবতী মহিলা অসুস্থ অনুভব করায় তাকে আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ভর্তি করার সময় তার করোনা পরীক্ষা করেছিল। তাতে তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাই তাকে ভগৎ সিং যুব আবাস কোভিড কেয়ার ভর্তির জন্য পাঠানো হয়েছিল। আজ ফেইসবুক লাইভে ওই গর্ভবতি মহিলা অভিযোগ করেন, গতকাল অসুস্থতা সত্বেও তাকে ৪ ঘন্টা কোভিড কেয়ার সেন্টারের বাইরে অ্যাম্বুলেন্সে কাটাতে হয়েছে। আজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের পর করোনা আক্রান্ত সংবাদকর্মীও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনা-র প্রকোপ সংবাদ মাধ্যমে একাধিক কর্মীর দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্র সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর আজ জনৈক সংবাদ কর্মীর দেহে সংক্রমণ মিলেছে। করোনা আক্রান্ত চিত্র সাংবাদিক এবং এই সংবাদ কর্মী একই বৈদ্যুতিন চ্যানেলে কর্মরত।

ত্রিপুরায় ক্রমশ করোনা-র প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সম্প্রতি অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হওয়ায় করোনা আক্রান্তের অধিক মাত্রায় সন্ধান মিলছে। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা হচ্ছে। তাতে লক্ষণ নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

আজ স্থানীয় বৈদ্যুতিন চ্যানেলের এক সংবাদ কর্মীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁর কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশি ছিল। আজ ওই চ্যানেলের পাঁচ কর্মী কোভিড টেস্ট করিয়েছেন। এতে একজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। করোনা যুদ্ধে সামনে থেকে লড়াইয়ে শামিল সাংবাদিক করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর এখন সংবাদ কর্মীও করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

এদিকে, চিত্র সাংবাদিক করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বৈদ্যুতিন চ্যানেলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই চিত্র সাংবাদিক এখন অনেকটাই সুস্থ বলে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, করোনা সংক্রমণ নিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি তাদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে নেশা কারবারীদের আক্রামণে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাজবাড়ির দুর্গাপুরে নেশা কারবারিদের হামলায় আহত হয়েছে এক যুবক। আহত যুবকের নাম শিপন চৌধুরি। জানা যায় বাশিক মিয়া নামে এক নেশা কারবারি প্রকাশ্যে নেশা সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

তাতে আপত্তি জানিয়েছিল স্থানীয় যুবক শিপন চৌধুরি। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় অন্যান্য লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।এ ব্যাপারে ধর্মঘট থানায় অভিযুক্ত চার নেশা কারবারির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হবে না ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ কে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং সারা দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন মাইলফলক হিসাবে অভিহিত করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর পর এমন ব্যক্তি যিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন। শিশু ও যুবকদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উৎসাহদানের জন্য শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ৩৪ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার 'লার্নিং', 'রিসার্চ' এবং 'ইনোভেশন' ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর যুগে শিশু এবং যুবকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ অনুমোদন করেছে। জ্ঞানের এই নীতিমালার মাধ্যমে সারা দেশের জিডিপির ৬ শতাংশ ব্যয় হবে শিক্ষা খাতে যা কেবলমাত্র ৩.৮ শতাংশ ছিল। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নাথ বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, নয়া শিক্ষা নীতি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হবে না, বরং এটি শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে। তবে, এই নীতিটি প্রাথমিকভাবে কার্যকর করা কঠিন হবে। এটি যে কোনও বিভাগ নির্বিশেষে সকলেরই উপকার হবে। তিনি আশা করেন, নীতিটি পুরো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ উপলক্ষে মসজিদগুলিতে বিশেষ নামাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ১ আগস্ট।। বরাবরের মতো এবছর হচ্ছে না পবিত্র ঈদুজ্জোহার প্রকৃত আনন্দ। দেশের সাথে রাজ্যেও পর্যায়ক্রমে চলছে লকডাউন। রাজধানী আগরতলা শহরের গেদু মিয়ার মসজিদ সহ অন্যান্য মসজিদে বিশেষ নামাজ আদায় করা হয়।

বিশ্ব মহামারী কোন ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গাইডলাইন মেনে রাজ্যের বিভিন্ন মহল্লায় ঈদের নামাজ আদায় করা হয়েছে। এমনই এক দৃশ্য দেখা গেল সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা মহকুমাধীন জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজে। এদিকে প্রমোদনগর, অমরেন্দ্র নগর, লাঠিয়াছড়া, লুংতাংছড়াসহ সবগুলো মসজিদ এলাকাতে লকডাউন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় গেঁদু মিয়ার মসজিদে ঈদের বিশেষ নামাজ। ছবি নিজস্ব।

শ্রমিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় সড়কের সংস্কার বন্ধ করল ঠিকেদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। অবশেষে কুমারঘাটে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক নির্মাণকাজ বন্ধ রাখল দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা। জানা যায় গত বৃহস্পতিবার, লকডাউন চলাকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কুমারঘাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ এক এম্বুলেন্স চালক ঝামেলার সূত্রপাত করে।

কোন রোগী ছাড়া খালি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাচ্ছিল ওই অ্যাম্বুলেন্স চালক। নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা বলেছিল পাশ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে যাওয়ার জন্য। তা নিয়েই বিবাদের সৃষ্টি হয়। অ্যাম্বুলেন্স চালক শ্রমিকদের কোন কথাই শুনতে রাজি হয়নি। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করে। কিছুক্ষণ বাদে ওই অ্যাম্বুলেন্স চালক আরো বেশ কিছু সংখ্যক মোটর শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে এসে জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ ব্যাপারে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছিল ঠিকাদারি সংস্থা।

কিন্তু অভিযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স চালক এবং অন্যান্য হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ। সুষ্ঠু বিচার না পাওয়ায় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা শ্রমিকরা জাতীয় সড়কের কাজ বন্ধ করে দেয়। ফলে জাতীয় সড়ক নির্মাণকাজ এক অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য অ্যাম্বুলেন্স চলাচল যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঠিক তেমনি জাতীয় সড়ক মেরামতের কাজ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধাদান এবং হামলা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ।

স্নান করতে গিয়ে হাওড়া নদীতে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। স্নান করতে গিয়ে হাওড়া নদীর জলে তলিয়ে গেলেন ষাটোর্ধ এক ব্যক্তি। দমকল এবং এনডিআরএফ-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নদী থেকে তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নারায়ণ দেবনাথ আজ শনিবার নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেছেন।

এ-বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক যুবক বলেন, প্রতিদিনের মতোই আজ আগরতলার মাস্টারপাড়া গীতামন্দির এলাকার বাসিন্দা পেশায় ঠেলা চালক নারায়ণ দেবনাথ নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। নদীতে জলের স্রোত এবং গভীরতা সাংঘাতিক, তাঁকে এলাকাবাসী সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি কারোর কথা শুনেননি। নদীতে ডুব দিয়ে আর উঠেননি। ওই যুবকের দাবি, ঘটনা দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই, পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। কিন্তু, অনেক খোঁজখুঁজির পরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন শিক্ষানীতি দেশের যুবসমাজকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি. স.)।। নতুন শিক্ষানীতি দেশের যুবসমাজকে নিজের পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।চাকরি পাওয়ার বদলে চাকরি দিতে সক্ষম হয়ে উঠবে যুবসমাজ।নতুন শিক্ষানীতি সবাইকে নিয়ে চলতে চায় এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই এই নীতি কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের গ্র্যান্ড ফিনালেতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের পথিকৃৎ বাবাসাহেব আম্বেদকার বলেছিলেন শিক্ষা সকলের কাছে পৌঁছনো জরুরী। শিক্ষাব্যবস্থা যাতে সুলভ হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।নতুন শিক্ষানীতি তার এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। গত বহু দশক ধরে ভারত একের পর এক সেরা বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের গোটা বিশ্বকে দিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে সেই ধারা বজায় রেখে ভারতকে একই গতিতে এগিয়ে যেতে হবে।

শনিবার স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের গ্র্যান্ড ফিনালেতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি

পড়ুয়াদের মধ্যে যোগ্যতাকে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করার জন্য নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে।পড়ুয়াদের চাহিদাকে মান্যতা দিয়েই নতুন শিক্ষানীতি গড়ে তোলা হয়েছে।পুরনো যেসব ধারণা বানিয়েছিল যেগুলোতে অনেক খামতি ছিল তা দূর করে এই শিক্ষা নীতি তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশের একতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দান পড়ুয়াদের শিখতে সহায়তা করবে। জিডিপির নিরীক্ষা উন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রথম কুড়িটি দেশই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৯০◘ ২ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ১৭ শ্রাবণ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মোবাইলের যাত্রা

মোবাইল ফোন প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রা র খোলনলচে পাল্টাইয়া দিয়াছে। ভারত বর্ষ মোবাইল ফোনের যাত্রার ২৫ বছর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিগত ২৫ব ছরের মধ্যে মোবাইল ফোনের পরিষেবা এবং মোবাইল সেটের
প্রযুক্তির খোলনলচে পাল্টাইয়া গিয়াছে। মোবাইল সংস্কৃতি ভারতীয় জনজীবনে হাড়ে মজ্জায় পাকাপাকি হইয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ইহার আর্থসামাজিক তাৎপর্য অপরিসীম ।ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মোবাইল ফোনের অনুপ্রবেশের গভীরতা সুস্পষ্ট। প্রত্যেকের জীবন যেন মোবাইল ফোন ছাড়া একেবারে অচল। পরিসংখ্যান ও সেই কথাই বলিতেছে। টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে মোবাইল ফোনের গ্রাহক সংখ্যা ১১৫ কোটি ছাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি। তাহার মধ্যে ১৮ বছরের বয়সের কম বয়সি জনসংখ্যা ৪০ শতাংশ। ১৮ বছর বয়সের কম বয়সীরা কোনভাবেই মোবাইলের সিম গ্রহণ করিতে পারিবে না। মোট জনসংখ্যা হইতে এই সংখ্যাটা বাদ দিলে যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় তাহা হিসাব করলে দেখা যাইবে শহর এলাকার জনগণের প্রত্যেকের মাথাপিছু একাধিক মোবাইল ফোনের সিম কার্ড রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। গ্রামীণ এলাকার পরিসংখ্যান দেখিলে দেখা যাইবে গ্রামীণ এলাকার মানুষের মধ্যে অনেকেই এখনো পর্যন্ত মোবাইল ফোন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার কারণেই তাহরা মোবাইল ফোন এখনো ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে মোবাইল ফোন আবিষ্কৃত হবার সুবাদে গোটা বিশ্বেই যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোন ছাড়া কোন কিছুই যেন চিন্তা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মোবাইল ফোন প্রতিটি মানুষের জীবনের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইতেছে ।আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ইন্ডিয়া গরিবার জন্য প্রতিটি ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের পরিষেবা পৌছাইয়া দিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছেন। মোবাইল ফোনের আবিষ্কারের পাশাপাশি ইন্টারনেট পরিষেবা গোটা বিশ্বকে নতুন করিয়া জাগ্রত করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে ।ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া দেশের সরকার প্রতিটি মানুষের কাছে যেকোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা সরাসরি পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে শুরু করিয়াছে ।এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার ফলে মাঝপথে অর্থ আত্মসাৎ কিংবা করাপশন শূন্যের কোটায় নিয়ে আসিবার সুযোগও সৃষ্টি হইয়াছে ।বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই আবিষ্কার নিঃ সন্দেহে গোটা মানবজাতিকে আরো একধাপ অগ্রসর হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। পাশাপাশি এই উন্নত প্রযুক্তির অপব্যবহার করিয়া মানুষ নানা অপকর্মে লিপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের অভিশাপ হিসেবে অনেকের কাছেই পরিগণিত হইয়াছে ।মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবস্থার সুযোগ হাতের কাছে পাওয়ার সুবাদে গোটা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি হইয়াছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ কাজে লাগাইলে নিঃ সন্দেহে মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানের অভিশাপকে দূরে সরাইয়া দিতে না পারিলে মানবসমাজে চরম দুর্দিন মানব সমাজকে গ্রাস করিবে। সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগকে কাজে লাগাইয়া অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াসহ নানা সম্পর্কে আবদ্ধ হইতেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে এই মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার কারণে বহু পরিবার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। হাতের কাছে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট কে পাইয়া অনেক ক্ষেত্রেই যুবক-যুবতী এমনকি গৃহবধূরাও বিপথে পরিচালিত হইতেছে ।শুধু তাই নয় এই প্রযুক্তির আবিষ্কারের পর হইতে গোটা বিশ্বেই পর্নো সংক্রান্ত বিষয়টি মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছে। তাহাতে গোটা সমাজ ব্যবস্থাা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।
মোবাইল ফোন মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় নিকট আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সরাসরি দেখা করা কিংবা আসা-যাওয়ার রীতিনীতি অনেকটাই বদলায়া যাইতেছে। সমাজ ব্যবস্থার ওপর ইহার প্রভাব মারাত্মক ভাবে আঘাত হানিতে পারে ।এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফলে সমাজব্যবস্থা ক্রমশই আরো আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। ছেলেমেয়েরা আগে মাঠে দিয়া খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা করিতো। মোবাইল ও ইন্টারনেট সুযোগ হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই শরীরচর্চা ও খেলাধুলা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে ।এখনকার যুগের ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোন হাতে পাইলে খেলাধুলার কথা ভুলিয়া গিয়া ইন্টারনেটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঘরের ভিতরে ২৪ ঘন্টা আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানবিকতা বোধের অভাব ঘটিতে শুরু করিয়াছে ।মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হইয়া উঠিয়াছে মোবাইল ফোন ।মোবাইল ফোন একদিকে যেমন সমাজ ব্যবস্থাকে অগ্রগতির পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছে, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে এক লহমায় নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছরাইয়া দিয়া দেশের সুস্থিতি বিনষ্ট করিবার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতেছে। অতএব মোবাইল ফোন ব্যবহার করিবার একদিকে যেমন ইতিবাচক দিক রহিয়াছে অন্যদিকে ইতিবাচক দিক ও কোন অংশেই কম নয় ।মোবাইল ফোন যাহাতে কাহারো পরিবারের চরম সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে না পারে সেজন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

কোভিডে মৃত মায়ের দেহ মজুত মর্গে , সাদা থানেই সরকারি দফতরের দরজায় ছেলে

হুগলি, ১ জুলাই (হি. স.) : লিভারে জল জমে মৃত্যু হয়েছে বাবার। ঠিক পনেরো দিনের মধ্যেই কো-মোর্বিডিটির কারনে প্রাণ গেছে দাদার। দাদার মৃত্যুর ১৮ দিনের মাথায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মাও। বাবা ও দাদার শেষকৃত্য হলেও মায়ের দেহ এখনও পরে মর্গে। মায়ের মৃতদেহ দাহ করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন ছোট ছেলে ! মায়ের মৃত্যুর সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পর সরকারি কর্মীদের উদাসীনতার অভিযোগ তুললেন অভাগা ওই ছেলে। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনাটি হুগলির ধনিয়াখালি থানা এলাকার। ধনিয়াখালি বাজার এলাকার বাসিন্দা ব্যানার্জী পরিবার। এলাকার সভ্যতা গঠনে এই পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এলাকার লাইব্রেরী থেকে শুরু করে ধনিয়াখালি গার্লস এবং বয়েজ স্কুল , ধনিয়াখালি কলেজ সবই ব্যানার্জী পরিবারের পূর্বসুরীদের দানে গড়া। কিন্তু সেই পরিবারের এক সদস্যা মৃত্যুর সপ্তাহ পার হলেও মৃতদেহ দাহ করা হলো না। বর্তমানে ওই পরিবারের ছোট ছেলে কৌশিক ব্যানার্জী সাদা থান পরেই প্রতিদিন সরকারি দফতরের দোরে-দোরে ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন।

কৌশিকবাবু বলেন চলতি বছরের জুন মাসে ২১ তারিখ আমার বাবা কালিকৃষ্ণ ব্যানার্জী সিরোসিস অফ লিভারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। ঠিক ১৫ দিন পর অর্থাৎ জুলাইয়ের ৬ তারিখ দাদা গৌতম ব্যানার্জী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন। গৌতম বাবু কোভিডেও আক্রান্ত ছিলেন। এরপর মা মাধবী ব্যানার্জী ২৪ শে জুলাই কোভিড আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। করোনা সন্দেহজনক অবস্থায় কোলকাতায় চিকিৎসার পর মাকে বাড়িতে নিয়ে এলেও তিনি সুস্থ হননি। ২৪ তারিখ ধনিয়াখালি গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দূর থেকে দেখে মাকে চুঁচুড়া হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। কিন্তু তখন মা মারা গেছেন। সেখান থেকে ফিরে এসে মায়ের মৃতদেহ টানা কয়েক ঘন্টা বাড়িতেই ছিল। কোন চিকিৎসক মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে রাজি হয়নি। পরে ধনিয়াখালি থানার বড়বাবুর বদান্যতায় মায়ের দেহ চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসি। এরপর মায়ের কোভিড টেষ্ট পজেটিভ আসে।

ব্যর্থ হল স্বপ্ন

কিংশুক প্রামাণিক

দেড় দশক আদের কথা। দক্ষিণ ভারত থেকে আসা একটি ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে নামলেন এক মাঝবয়সি তরুণ। লম্বা, দেহাতি চেহারা। হিন্দি, ইংরেজি, তেলুগু, ওড়িয়ার সঙ্গে আরও কিছু ভাষা তাঁর রপ্ত। কলকাতায় আসার কারণ, বাংলাটাও এবার শিখবেন। ভাল করে জানবেন এই রাজ্যকে। ছোট থেকেই মেধাবী। উচ্চ শিক্ষা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। সামনে ছিল এক উজ্জ্বল কেরিয়ার ইচ্ছা করলে ডাক্তারও হতে পারতেন। নতুনবা আইএএস, অইপিএস, ব্যারিস্টার। কিন্তু পেশাগত জীবনে তাঁর মন নেই। ছাত্রাবস্থায় অনুরক্ত অতিবাম আন্দোলনে। মুখে সংগ্রামের স্লোগান, বুকে বিপ্লবের আগুন। ঘর ছাড়লেন মেহনতি মানুষের সঙ্গে 'ঘর' করবেন বলে। তিনি শুধু তাত্ত্বিক নন, ছিলেন চূড়ান্ত কট্টরপন্থী। আদর্শ মাও জে দং। ভারতের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে যারা বাধা হবে, সেই 'শ্রেণিশত্রু'দের খতমই উপযুক্ত সাজা। তিনি মনে প্রাণে আরও বিশ্বাস করতেন, বঞ্চিত মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সশস্ত্র বিপ্লবই পথ। মাওবাদী নকশালপন্থী সংগঠন 'এমসিসি' ('মাওয়িস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া') থেকে তাঁর রাজনীতি শুরু। সেই সংগঠন 'জনযুদ্ধ'র সঙ্গে মিশে গেল। তৈরি হল 'সিপিআই'(মাওবাদী)। খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি চলে এলেন নেতৃত্বে। অবশেষে পলিটব্যুরোয়।

দায়িত্ব পেন বাংলার, অন্ধ্র, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড হয়ে বাংলার জঙ্গলমহলে তৈরি হবে 'রেড করিডর'। বঞ্চিত আদিবাসী গরিব মানুষের সমর্থন হাতিয়ার করে রক্তাক্ত সংগ্রামের অঙ্ক কষা শুরু হল। সেই লড়াইয়ে তাঁর দায়িত্ব জঙ্গলমহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানোর।

খুব কঠিন কাজ। কেননা, তিন দশক ধরে বাংলার মাটিতে বাম শাসন। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় লাল পতাকায় অভ্যস্ত আদিবাসীরাও। ওই লালমাটিতে বললেই 'বিপ্লব' সম্ভব নয়। তাই তাড়াহুড়ো না করে বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতির স্বাদ অনুধাবন করতে শুরু করলেন। কলকাতায় সাধাণণ মানুষের মধ্যে মিশ গেলেন। কেউ চিনলই না কে তিনি কেন, এসেছেন, উদ্দেশ্য কী?

প্রথম ঠিকানা ছিল বাগুইআটি। হাওড়া থেকে লোকাল বাসে চেপে সেখানেই প্রথম আসেন। আগে থেখেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল স্থানীয় কর্মীরা।

তখন তাঁর নাম 'বিমলজি'। ছদ্মনাম। এমন নাম বহু। কখনও তিনি 'জয়ন্ত', কখনও 'প্রদীপ', কখনও 'রামজি', তো কখনও 'মুরলী'। আসল নাম কোটেশ্বর রাও। পরবর্তীকালে তাঁর একটি নাম বাঙালির মুখে মুখ ছড়িয়ে পড়ে। মুখে লাল গামছা ছড়ানো রহস্যময় এক চরিত্র। যিনি রাতবিরেতে গোপন ডেরা থেকে টিভি চ্যানেলে 'ফোনো' দিতেন। সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার রিঅ্যাকশন দিতেন। সব চ্যানেলের পিসিআর নম্বর ছিল তাঁর মুখস্থ। সব ক্রাইম রিপোর্টারের সঙ্গে ছিল যোগায়োগ। এ কে ৪৭ হাতে নিয়ে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে প্রেস কনফারেন্স করতেন গভীর কোনও জঙ্গলে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভাট্টাচার্যর প্রশাসনকে। যিনি ল্যান্ডমাইম ফাটিয়ে একের পর এক হত্যালীলা সংগঠিত করেছেন, তিনি অপহরণ করেও অসহায় স্ত্রী-সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থানায় ওসিকে মুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আসল 'রবিনহুড' তিনিই।

হ্যাঁ, আমি সেই কিষেনজির কথাই বলছি। স্বাধীনতার পর বঙ্গ-রাজনীতিতে অনেক অধ্যায়। নতুন অধ্যায় মানেই পালাবদল। সে খাদ্য আন্দোলন হোক বা নকশালবাড়ির সংগ্রাম। ভূস্বামীর জমি কেড়ে নিয়ে 'অপারেশন বর্গা' থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষিজমি রক্ষার লড়াই---সব আন্দোলন শেষ হয়েছে ক্ষমতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। জঙ্গলমহলের 'মাও অধ্যায়' ও তার ব্যতিক্রম নয়।

আসছি সে -কথায়।

এত বড় দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় ঘাঁটি গাড়লেও রাজ্য পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ২০০৯ সালের আগে জানতেই পারেনি 'কিষেনজি' আসলে কে। অনেকে বলে, প্রায় আট বছর এই রাজ্যের ছিলেন কিষেনজি। প্রায় ৫০টি ছদ্মনাম তাঁর ছিল। ধর্মতলা থেকে ব্রিগেড---অনেক রাজনৈতিক সমাবেশে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। বোঝারচেষ্টা করতেন রাজনীতি। কলকাতায় এসে বারবার ঠিকানা বদল করতে থাকেন। বাংলায় কথা বলা অভ্যেস করে ফেলেন অচিরেই। বাঙালি সহযোগীদের সামনে টানা বাংলায় বক্তৃতা দেওয়াও প্র্যাকটিস করতেন। নিয়মিত কলেজ স্ট্রিটে যেতেন। বাংলা সংবাদপত্র পড়ে বঙ্গ রাজনীতি কোন খাতে প্রবাহিত—সেই পাঠও নিতে শুরু করেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের লড়াইয়েও ছদ্মবেশে তিনি ছিলেন বলে অনেকে দাবি করেন। আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করবেন বলে অলচিকি হরফ শিখেছিলেন। সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, কুর্মি, মাহাতো সহ জঙ্গলমহল এলাকার মানুষকে নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছিলেন কিষেনজি। মোদ্দাকথা, লালগড়ে অপারেশন শুরুর আগে পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি, সমাজজীবন, জঙ্গলমহলের ভূগোল, মানুষের জীবনযাত্রা---সব গুলে খেয়েছিলেন এই তেলুগু নেতা। লিখতে ভালবাসতেন।

> শেষে নিথর লাশ হয়ে গেলেন তিনি। ইচ্ছে করলেই দেশের শ্রেষ্ঠ এক রাষ্ট্রনেতা হতে পারতেন। হতে পারতেন প্রযুক্তির জাদুকর। কিন্তু তাঁর পিরিণতি হল মর্মান্তিক। বুলেটবিদ্ধ হয়ে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। তবে এও ঠিক, তিনি বন্দুক হাতে অপারেশনে না নামলে হয়তো নিজেদের বঞ্চনার কথাগুলি গোটা দেশকে জানাতেই পারতেন না শিবু কুইরি, অভয় হেমব্রমরা।

লিখেছিলেন অনেকগুলি বই।

২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের কাছে বুড়িশোলের জঙ্গলে পাওয়া গেল একটি লাশ। নিহত হলেন কোটেশ্বর রাও। চূর্ণ হল জঙ্গলমহলে মাওবাদী রেড করিডর গড়ার স্বপ্ন। 'অপারেশন গ্রিন হান্ট'-এ সবচেয়ে বড় সাফল্য মিলল যৌথ বাহিনীর ওদিন রাত দেড়টায় যখন মিডিয়াকে কিষেনজি দেহের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখনও তাঁর বুকে জড়ানো প্রিয় এ কে ৪৭। ট্রিগারে হাত।

বুলেটে ঝাঁজরা ইতিহাস।

২০০৯ সালের জুন থেকে কিষেনজির মৃত্যু পর্যন্ত জঙ্গলমহলকে মাওবাদী মুক্ত করতে যে অপারেশন হয়েছিল, তেমন গেরিলা লড়াই এই রাজ্যে স্বাধীনতার পর আর হয়নি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে শাসক সিপিএমের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। এর প্রভাব পড়ে জঙ্গলমহলে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার জঙ্গল অংশ পুরো কবজা করে নেয় মাওবাদীরা। পুলিশ কার্যত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। থানায় তালা দিয়ে রাখা হত, পাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিনতাই হয়ে যায়। প্রতিদিন মানুষ খুন, অপহরণ। মাইন পোঁচা পথ। যেন যুদ্ধক্ষেত্র। বেছে বেছে শাসক দলের নেতাদের 'সাজা' দিতে শুরু করে মাওবাদীরা।

এ অধ্যায়ের সূত্রপাত ২০০৮ সালে শালবনিতে জিন্দলদের কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের পর পথে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ থেকে বুদ্ধবাবু অল্পে বেঁচে যাওয়ার পর। পুলিশ মাওবাদী ধরার নাম করে গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে এত অত্যাচার করতে শুরু করে যে, মানুষ খেপে ওঠে। দলিলপুর চকে আদিবাসী রমণীরা অত্যারারিত হল। চোখ নষ্ট হয়ে গেল চিন্তামণি মুর্মুর। বস্তুত, ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট পুরো লুঠ হয়েছিল জঙ্গলমহলে। বঞ্চিত হওয়া মানুষ যে ক্ষোভে ফুঁসছে, তা আঁচ করেই জোর করে সব আসন দখল করা হয়। সেই ক্ষোভ ছিল সপ্তমে। তার মধ্যেই শালবনি কাণ্ডের পর পুলিশের অত্যাচার। তীব্র অসন্তোষে তৈরি হল সংগঠন। যার নাম 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। নেতৃত্বে ছত্রধর মাহাতো, সিধু সোরেন-রা। যদিও সবকিছুর পিছনে ছিলেন কিষেনজি। নকশালপন্থীরা যে কায়দায় কোনও গণ আন্দোলন সংগঠিত করে, এটিও ছিল তেমন। এই দিনটির জন্যই নিজের রাজ্য ছেড়ে হাওড়ায় এসে নেমেছিলেন তিনি। জঙ্গলমহলে কিষেনজির সঙ্গী ছিল আকাশ, বিকাশ, বিক্রমের মতো মাওবাদী গেরিলা নেতা। যদিও এই নামগুলির কোনওটিই আসল নয়। সন্ত্রাসবিরোধী কমিটির লড়াইকে সামনে রেখেই একটু একটু করে জঙ্গলমহলে জমি তৈরি করে ফেলে মাওবাদীরা। পুলিশের অজান্তেই হয় একের পর এক অস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। কর্মহীন গ্রামের তরতাজা তরুণ, এমনকী যুবতী মহিলারা পর্যন্ত নাম লেখায় সেই শিবিরে। প্রচুর গোলা-বারুদ মাওবাদীদের হাতে আসতে থাকে। সিপিএম নেতাদের আচার আচরণে আদিবাসীরা তখন এতই ক্ষুব্ধ যে মাওবাদীদের তারাই গ্রামে আশ্রয় নিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে পুরো জঙ্গলমহল বেহাত হয়ে যায়। পাশেই ঝাড়খণ্ড। ফলে রসদ পাওয়ার কোনও অভাব ছিল না মাওবাদীদেব. । কিষেনজিরনেতৃত্বে সত্যি গড়ে ওঠে রেড করিডর।

দেশের মধ্যে আর একটা 'দেশ' যেন। নিজস্ব প্রশাসন। দুর্নীতিগ্রস্ত, অত্যাচারীদের বিচারসভা। বিপুল সমর্থন স্থানীয় মানুষের। পুরো মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে জঙ্গলমহলে। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিরাট ধাক্কা দিয়ে দেয় মাওবাদীরা। অস্বীকার করার উপায় নেইষ মাওবাদীদের সঙ্গে চিনও নেপালের কট্টরপন্থীদের যোগাযোগ ছিল জানা যায়,দিনের পর দিন অস্ত্র এসেছে চোরাপথে। এসেছে বিপুল টাকা। কিষেনজির ডেরা থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে বলা যায়, শুধু খাবারদাবার বা সাপে কাটার ওষুধের মতো জীবনদায়ী ওষুধ নয়, সুটকেস ভর্তি টাকাও আসত। গেরিলারা যখন ছুটিতে বাড়ি যেত, তখন তাদের এই টাকা সংসার খরচের জন্য দেওয়া হত। সবকিছু হাতের বেরিয়ে যাওয়ার পর শুধু বাংলা নয়, টনক ড়ড়ে ভারত সরকারেরও চার রাজ্যের জঙ্গলথেকে মাওবাদীদের তাড়ানো শুরু হয় অভিযান। এবং অবশ্যই অপারেশন শুরু হয়।

বাংলাতেও। যার আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন গ্রিন হান্ট'। এই রাজ্যের মাওবাদীদের আঁতুড় লালগড় (এখানেই সিপিএম নেতা অনুজ পান্ডের বিশাল বাড়ি ভেঙে দিয়ে সিপিএমের পাল্টা বন্দুকবাজ বাহিনীকে আক্রমণ করেছিল মাওবাদীরা দখল করতে ঝাড়গ্রাম থেকে পিরাকাটা ও মেদিনীপুর থেকে ঝিটকার জঙ্গল হয়ে অপারেশন শুরু করে যৌথবাহিনী। এরপর এক দীর্ঘ লড়াই। রক্তক্ষয়ী দিন। আঘাত পাল্টা আঘাত। সিলদার ইএফআর ক্যাম্পে গানের দলসেজে জাগরী বাস্কের নেতৃত্বে ২২ জন জওয়ানকে হত্যা করে বাহিনীর বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার লুঠ—এক কুখ্যাত অধ্যায়। বাহিনী একটা সময় বুঝে যায়, পুলিশ অথবা জওয়ানদের প্রতি জঙ্গলমহলের গ্রামের মানুষের কোনও আস্থা নেই। তাদের অভিযানকে মানুষ ভালভাবে নিচ্ছে না। তাই অপেক্ষা করতে হবে। স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত মানুষ মাওবাদীদের প্রতিও ক্ষুব্ধ একদিন হবেই।

এই স্ট্র্যাটেজি ভুল ছিল না। অচিরেই জনগণের কমিটির নেতৃত্বের সঙ্গে কট্টরপন্থীদের বিরোধ শুরু হল। সশস্ত্র গেরিলাদের দ্বারা এত রক্তস্নান মেনে নিতে পারছিল না গণতান্ত্রি নেতারা। জারধানী এক্সপ্রেস থামানো নিয়ে কিষেনজি ও সিধু সোরেনের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় সামনে বিরোধ। যৌথবাহিনীর গোয়েন্দারা এই বিরোধকেই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগায়। ছত্রধরতে গ্রেপ্তার করে একদিকে যেমন জনগণের কমিটির আন্দোলনকে থামানো হয়, তেমন একের পর এক অপারশেনে নিহত হতে থাকা গেরিলা কমান্ডাররা। অনেকেই আত্মসমর্পন করে। এর মধ্যেই ৩৪ বছর পর বঙ্গ রাজনীতিক সমীকরণ বদলে যায়। অস্ত্র ত্যাগ করে মাওবাদীদের মূল স্রোতে ফেরার ডাক দেন তিনি। চাকরি পুনর্বাসন প্যাকেজ তৈরি করে বলেন, এবার অস্ত্র ধরুন দেশের জন্য।

ততদিনে অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছে। গেরিলা লড়াইয়ের শেষ কোথায়? বাকি দুনিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন আর রাখতে চাইছিল না জঙ্গলের মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী ডাকে আত্মসমর্পণের হিড়িক পড়ে জঙ্গলমহলে থেকে মাওবাদীদের পিছু হটা শুরু। ঝাড়খণ্ড সীমান্তের জঙ্গলগুলির দিকে সরে যেতে থাকে গেরিলারা। যৌথবাহিনীর তখন একটাই টার্গেট, কিষেনজিকে ধরা। টাওয়ার লোকেট করে তাঁর নাগাল পেতে চায় বাহিনী। কিন্তু বারবার জওয়ানদের বোকা বানিয়ে পালিয়ে যান তিনি। তাঁর ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় সুরক্ষা দিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোবাইল টাওয়ার সূত্র থেকেই বুড়িশোলের জঙ্গলে তীব্র এনকাউন্টারে পর কিষেনজিকে খতম করে বাহিনী। একটি বিতর্কের মীমাংসা তাই কোনও দিন হবে না। অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করাও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কি কাল হলকিষেনজির? তিনি নিহত হওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বাহিনীর হওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বাহিনীর জওয়ানরা।

(সৌজন্যে-প্রতিদিন)

পরীক্ষার প্রশ্ন ও বিদ্যাসাগর

তপোময় ঘোষ

বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে অধীত বিদ্যার মান কেমন হয়েছে, তা যাচাই করার পদ্ধতিই প্রচলিত অর্থে পরীক্ষা। এই পরীক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাতেও ছিল। গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি বাস্তব জীবনচর্চার শিক্ষাও। দেওয়া হত। শিক্ষা শেষে স্নান পর্ব সেরে শিক্ষার্থী স্বগৃহে ফিরতেন 'স্নাতক' হয়ে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাতেও পরীক্ষা স্বমহিমায় বিরাজ করছে। এবছর এই অতিমারির আবহে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলপ্রকাশ সব পর্যায়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে স্কুলবোর্ড থেকে ইউজিসি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতর তথা কেন্দ্রীয় সরকার অবধি সবাই বেশ বিড়ম্বনায়। কেন্দ্রীয় মানসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ফরমান দিয়ে জানিয়েছে, যে স্নাতমক পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকার, বিশেষত অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি এই ফরমানের বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য দেশে এখন অতিমারি চলছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক হাজার পড়ুয়া পড়াশোনা করে। তারা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই থাকে না। সারা দেশে গ্রামেগঞ্জেও তারা ছড়িয়ে আছে। এই লকডাউনের সময়ে তারা সশরীরে পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে আসবেন কীভাবে? আবার যদি অলনাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাতেও সব ছাত্রদের এই সুবিধা গ্রহেণর সুযোগ নেই। ডিজিটাল ডিভাইজ খুব স্পষ্ট। গ্রামেগঞ্জে গরিব ছাত্রদের সবার বড় অ্যান্ড্রেয়েড ফোন এবং নেট সংযোগ নেই।

অন্যদিকে ইউজিসির বক্তব্যও পরিষ্কার তাদের বক্তব্য, ইতিমধ্যে পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশের অনেক দেরি হয়ে গেছে। যারা ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পাবে এবং উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হবে, তাদের অন্ত একটা পরীক্ষা দিতেই হবে। এবং সেটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষত দিল্লি সরকারের আম্বেদেকর বিশ্ববিদ্যালয়। দিল্লি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া তো রীতিমতো কলম ধরেছেন। তাঁর সওয়াল, দেশের আইআইটিগুলো এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি দিল্লি সরকারের আম্বেদকর ইউনির্ভাসিটি এরা ধারাবাহিক মূল্যায়ন সেরে ফেলেছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা তো বটেই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন। এদের প্রত্যেকর বক্তব্য, এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। না অনলাইন, না অফলাইন।

সংবাদ প্রকাশ, ইতিধ্যে অনেক অভিভাবক বলছেন, এক বছর তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা না করলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি করোনা আক্রান্ত হয়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই নিয়ে চলতি সংঘাতের মধ্যেই কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বোর্ডগুলির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে আমাদের রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও। এইসব পরীক্ষায় পাসের হারও অতীতের তুলনায় বেশি। সফল পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের হারও বেশি। এতই বেশি যে, তা দেখেশুনে একটা মহল মনে করছে, প্রতিদিন এই পরীক্ষাব্যবস্থা আরও বেশি তরল হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার মান নিম্নমুখী তো বটেই। ছাত্ররা যত বেশি নম্বর পাচ্ছে, তারা তত বেশি শিখছে না।

বিষয়টি হয়ত তত হালকা করে দেখার নয়। সত্যিই ছাত্ররা যতখানি নম্বর পাচ্ছে ততখানি শিখছে কিনা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। নিজেদের চারপাশেও দেখছি, যেসব ছাত্রছত্রীরা তেমন কিছুই জানেন না, তারাও অনেক নম্বরের মার্কশিট নিয়ে বেশ ডগোমগো হয়ে ঘুরছ। অথচ অতীতে এই পরিমাণ নম্বর পেতে ভালো ভালো মেধাবী ছাত্রদেরও হিমসিম খেতে হত।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু তাদের সব পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তবে কি তাঁদের মেধা অথবা পড়াশোনা কম ছিল? না, তাঁদের সেই বয়সের লেখালেখি দেখলে বোঝা যায় কত বেশ পড়াশোনা তাঁদের ছিল। তবুও তাঁরা পাশ করতে পারনেনি।

কারণ? পরীক্ষার মান এত উঁচু করা হয়েছিলযাতে বেশি সংখ্যক ছাত্র ফেল করতে বাধ্য হয়। সেই সময়কার পত্রপত্রিকা ঘেঁটে এ তথ্য পরিষ্কার যে, পরীক্ষায় ফেল এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যান্ড সাহেব ১৯৭১ সালে এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, 'পরীক্ষার মান বাড়াবার ফলে ছাত্রসংখ্যা মারত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাসূচি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস কোর্সের থেকে উঁচু ।এর ফলাফল হবে ভয়াবহ ক্ষতিকর।

ইংরেজ শাসকরা উচ্চশিক্ষাকে সার্বজনীন করতে চাননি। উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করার বদলে তারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু বরাদ্দ করত মাত্র। এই বিষয়ে তারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে তাঁর মতামত জানতে চান।

১৮৫৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর বাংলার ছোটলাট গ্র্যান্ড সাহেবকে লিখে জানান, সরকার ভেবেছেন যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য ৫-৭ টাকা খরত করে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। আমার মনে হয় না তাতে কোনো কাজ হবে। দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করে তোলা খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের সরকার অত্যন্ত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় এমন কিছু উন্নত নয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গেও বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা এই আজও সারা দেশে তো বটেই, সারা পৃথিবীতেই আজ গৃহীত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, বছরের শেষে একবারমাত্র পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। বছরেরশেষে পরীক্ষার আগে মাত্র এক মাসে ছাত্ররা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে পড়াশোনা করে। ফলে তাদের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেকে পরীক্ষা দিতে পারে না। এই পরক্ষার পরে নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম কয়েক মাস ছাত্ররা পড়াশোনা করেই না, ফাঁকি দেয়। তাই তাঁর প্রস্তাব ছিল, বছরের শেষে এখবার মাত্র পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষা নয়, নীচু ক্লাসে মাসে মাসে এবং একটু উচু ক্লাসে দু'মাস অন্তর মূল্যায়ন করা হোক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার লকডাউনের দিনে শুনশান রাজপথ। ছবি- নিজস্ব।

পাঁচগ্রামে গরু বাজারের অনুমতি দিয়ে বিতর্কে হাইলাকান্দির জেলাশাসক

হাইলাকান্দি (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : করোনা সংকটের সময় গরু বাজারের অনুমতি দিয়ে জোর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক মেঘানিধি দাহাল। করোনা আতংকে যেখানে জেলা প্রশাসন প্রতিটি সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত পাঁচগ্রামের ইনটাক মাঠে কি করে গরুর বাজার খোলার অনুমতি দিল জেলা প্রশাসন? এনিয়ে জোর বিতর্ক দানা বেঁধেছে সমগ্র বরাকে। এই ঘটনায় বেজায় চটেছেন গেরুয়া দলের নেতারা।

গেরুয়া দলের নেতাদের প্রশ্ন, যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সবজির বাজার পর্যন্ত বন্ধ, সেখানে জেলাশাসক মেঘনিধি দাহাল কীভাবে গরু বাজারের অনুমতি দিতে পারেন? পাঁচগ্রাম কাছাড় কাগজ কলের ইনটেক ময়দানে গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরুর বাজার বসে। ঈদের একদিন আগে ইনটেক ময়দানে গরুর বাজার হয় কোভিড-১৯-এর সবধরনের সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে। আলগাপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক হাজি নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর নামে এই বাজার তাঁর প্রচেষ্টায় বসেছিল। এবং এই বাজার বসার অনুমতি প্রদান করেছিল হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন।

এদিকে এই ঘটনায় বেজায় ক্ষেপেছেন হাইলাকান্দি জেলা বিজেপি নেতা মানব চক্রবর্তী। তাঁর সাফ কথা, বর্তমানে অতিমারি করোনা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে আগেই। এমন-কি যেখানে শাক সবজির বাজার বন্ধ, সেখানে গরু বাজার খোলার অনুমতি কীভাবে দিতে পারেন জেলাশাসক। হাইলাকান্দি শহর মণ্ডল বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি মানব চক্রবর্তী বলেন, পাঁচগ্রাম কাছাড় কাগজ কলের ইনটেক ময়দানে গতকাল গরু বাজারে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রেতা-বিক্রেতারা এসেছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনও ধরনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হয়নি। এমন-কি দূরত্ব বজায় রাখা দূর, অনেকে মুখে মাস্ক পর্যন্ত পরিধান করেননি।

তিনি জানান, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সেখানে গরু বাজারের অনুমতি না দিতে জেলাশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর চাপে জেলাশাসক অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছেন, অভিযোগ করেছেন মানব চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, এই গরু বাজারে শতশত লোকের সমাগম হয়েছিল। আর এই বাজার থেকেই পাঁচজন করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন। ফলে এই পাঁচ জন থেকে করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি হবে না এর গ্যারান্টি কে দিতে পারবে? প্রশ্ন তুলেছেন মানব চক্রবর্তী।

মানব চক্রবর্তীর অভিযোগ, হাইলাকান্দি জেলায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমান জেলাশাসক মোটেই সঠিক পথে হাঁটছেন না। জেলাশাসক সম্পূর্ণ একতরফা অবৈজ্ঞানিক কাজ করছেন বলে বিজেপি নেতা মানব চক্রবর্তী স্পষ্ট জানিয়েছেন। জেলাশাসকের এহেন ভূমিকা নিয়ে শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় ও গুয়াহাটিতে মন্ত্রীদের অবগত করিয়ে জেলাশাসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে জেলা বিজেপি-র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সন্দীপন পালও বেজায় ক্ষুব্ধ জেলা প্রশাসনের ভূমিকায়। তিনি বলেন, জনগণ শাক সবজি ক্রয় করতে পারছেন না, বিক্রেতারা ঘরে বন্দি, সাপ্তাহিক বাজার বন্ধ থাকার দরুন। আর হঠাৎ করে কোন যুক্তিতে জেলাশাসক গরুর বাজার খোলার অনুমতি দিয়ে বসলেন? জানতে চাল পালবাবু। সন্দীপন পাল অভিযোগ করে আরও বলেন, আলগাপুরের বিধায়কের অঙ্গুলি হেলনে চলছেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক। যার ফলে এই বিধায়কের চাপে সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে গরু বাজার খোলার অনুমতি দিয়েছেন তিনি। জেলা বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সন্দীপন পাল আরও জানান, গুয়াহাটির মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সহ মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, পরিমল শুক্লবৈদ্য প্রমুখকে এ ব্যাপারে অবগত করানো হয়েছে।

এদিকে, জেলা বিজেপির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে বলেন, পাঁচগ্রামে গরু বাজার নিয়ে তিনি শুক্রবারই বিজেপির আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। পাঁচগ্রামের ইনটাক মাঠে গরু বাজার খোলার অনুমতি না দিতে তিনি জেলাশাসক মেঘনিধি দাহালকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলাশাসক বিষয়টির কোনও গুরুত্বই দেননি বলে অভিযোগ করেন জেলা সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য। এদিকে, জেলাশাসক মেঘনিধি দাহালের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনেছেন বিজেপি-র যুব নেতা তথা পাঁচগ্রাম জিপি-র সভাপতি সুরজ সেন, হাইলাকান্দির (পূর্ব) মণ্ডল বিজেপি সভাপতি অমিত কুমার দেব প্রমুখ।

করোনা আবহেই ১ সেপ্টেম্বর থেকে খুলবে অসমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তথ্য শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : ততদিনে করোনার ভয়াবহতা কেটে উঠবে। তাই আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে অসমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ শনিবার জনতা ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে নয়া শিক্ষানীতি এবং করোনার দরুন বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলে কী করে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে চালানো যেতে পারে সে সব ব্যাপারে নানা পরিকল্পনা কার্যকর সম্পর্কে কথা শুনিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নয়া নীতি অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। চারটি স্তরে বিভক্ত হবে নতুন শিক্ষানীতি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত চারটি স্তরে বিভক্ত। ৩৴৫ শ্রেণিবদ্ধ শিক্ষার নতুন নামাকরণ করা হয়েছে। আগের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণিকে এখন ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বলে মান্য করা হবে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জানান, নয়া নিয়মে স্নাতকের চার বর্ষ বাধ্যতামূলক নয়। স্নাতকের প্রথম বর্ষ ছাড়লে দেওয়া হবে সার্টিফিকেট। দ্বিতীয় বর্ষ ছেড়ে দিলে দেওয়া হবে ডিপ্লোমা। তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ করলে দেওয়া হবে ডিগ্রি। চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ করলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা পাবেন গবেষণা ডিগ্রি। এর জন্য আগামী জানুয়ারি মাসে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, ৩০ আগস্টের মধ্যে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক কোভিড টেস্ট করাতে হবে। প্রত্যেকের কোভিড রেজাল্ট ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে। ২৩ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্টের মধ্যে কোভিড টেস্ট করাতে হবে, এর আগে নয়।

ড় শর্মা জানান, ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল কলেজ খোলার প্রারম্ভিক চিন্তাচর্চা করছে তাঁর শিক্ষা দফতর। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নেবে বলেও জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, যেহেতু ৩১ আগস্ট পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে, তাই ১ সেপ্টেম্বর থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। অবশ্য, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলি খোলার চিন্তা করেছেন না বলে জানান, এক সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণির স্কুল বন্ধ থাকবে।

এদিকে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে ক্লাস হবে না বলে জানিয়ে বলেন, কোনও ময়দান বা খোলা জায়গায় চারটি স্থান ভাগ করে সংশ্লিষ্টদের পঠনপাঠন চলবে। এক সঙ্গে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকেই কেবল পাঠদান করা যাবে। মন্ত্রীর মতে, শ্রেণি কক্ষের ভিতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে। এককথায় প্রাচীনকালের গুরুকুলের মতো খোলা আকাশের নীচে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে। এতে শিক্ষিত যুবক যুবতীরা স্বেচ্ছায় শিক্ষা প্রদান করতে পারবেন। এর বিনিময়ে তাঁদের অন্তত একেকটি প্রমাণপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়গুলিও এই ব্যবস্থা নিতে পারবে।

এছাড়া নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে দুদিন স্কুলে আসবে। তারাও একটি শ্রেণিকক্ষে কেবল ১৫ জন করে বসে ক্লাস করতে পারবে। অন্যদিকে দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে সপ্তাহে চারদিন। তিন ঘণ্টা করে তাদের ক্লাস চলবে, জানান শিক্ষামন্ত্রী। আরও জানান, নবম শ্রেণি যদি দিনের প্রথমার্ধে ক্লাস করে, তাহলে পরের বেলা একাদশ শ্রেণি ক্লাস করবে। ঠিক সেভাবে দশম শ্রেণির প্রথমার্ধে ক্লাস হয়, তাহলে দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে পরে বলে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ যাতে না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ষাণ্মাসিক ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বর্ষের শ্রেণিগুলো অনুষ্ঠিত হবে। বলেন, নিজ নিজ এলাকার কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারবে। গুয়াহাটিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী যদি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকে, তাহলে তারা তাদের এলাকার কলেজে ক্লাস করতে পারবে।

করোনার কবলে শিলচর ফায়ার স্টেশন, বন্ধ পরিষেবা

শিলচর (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের তারাপুর ফায়ার স্টেশন এখন করোনার কবলে। শেষ পর্যন্ত এই ফায়ার স্টেশনকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসনকে। শিলচরের ফায়ার স্টেশনকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। কেননা, এই ফায়ার স্টেশনের ১৩ জন কর্মীর রেজাল্ট কোভিড পজিটিভ এসেছে।

আক্রান্ত ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন কনস্টেবল, হাবিলদার এবং ড্রাইভার। যেহেতু এই ফায়ার স্টেশনকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এখনে কেউ আসতে এবং বেরোতে পারবেন না। ফলে ফায়ার পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

তবে, ডিডিসি তথা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেসিকা লালসিম আশ্বস্ত করে জানান, আপৎকালীন ঘটনাবলির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হাতে রয়েছে। যেহেতু এই ফায়ার স্টেশন কন্টেইনমেন্ট জোন, তাই জরুরি পরিস্থিতিতে নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশনকে ব্যবহার করা হবে। রাঙ্গিরখাড়ি এবং উধারবন্দ ও লক্ষীবুর ফায়ার স্টেশনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হবে যে কোনও আপৎকালীন ঘটনায়। কাছাড়ের পুলিশ সুপার বিএল মিনা আগেই জানিয়েছেন, একসঙ্গে এতজন ফায়ার ব্রিগেড কর্মচারীর পজিটিভ হওয়াটা কিছুটা চিন্তার ব্যাপার। পরিস্থিতির বিবেচনা করে বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসন ফায়ার সার্ভিসকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে।

এদিকে বরাক উপত্যকায় এই প্রথম করোনার হামলায় কোনও ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনকে বন্ধ রাখতে হয়েছে। পরিস্থিতি এখন কঠিন হয়ে পড়ছে। বিভিন্ন বিভাগের সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা যে গতিতে বাড়ছে তা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খুব শীঘ্রই জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হবে অসমে, গুচ্ছ পরিকল্পনা শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : জাতীয় শিক্ষানীতি খুব শীঘ্রই অসমে কার্যকর হবে। তার তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রাজ্যর শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে কী কী পদক্ষেপ অসম সরকার নেবে তা আজ শনিবার জনতা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

সাংবাদিক সম্মলনে রাজ্যের স্কুল কলেজে নিয়োগ এবং প্রাদেশিকীকরণের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন তিনি। শিক্ষমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ১৬টি কলেজে বিজ্ঞান শাখা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট। কলেজগুলি যথাক্রমে জিএলসি কলেজ, বিহালি কলেজ, শিলাপথার কলেজ, ডিডিআর কলেজ, জয়া কলেজ, এসবি দেওরা কলেজ, সুরেন দাস কলেজ, পূর্ব কারব আংলং কলেজ, মাইবাং কলেজ, পাথারকান্দি কলেজ, জেংরাইমুখ কলেজ, নগাঁও কলেজ, বরক্ষেত্রী কলেজ, রাঙাপাড়া কলেজ, শদিয়া কলেজ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কলেজ। এই সকল কলেজে ২৪০টি অধ্যাপক অধ্যাপিকা পদের পাশাপাশি ৮০টি তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের পদ নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, ৪৫ দিনের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষকে। এ বছর বিজ্ঞান শাখায় যাতে ভরতি করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞাপন জারি করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে অপ্রাদেশিকৃত স্কুল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণ করা হবে জানিয়ে বলেন, প্রথম তালিকা ১৫ আগস্টের আগে অর্থ দফতর অনুমোদন দেবে। কিন্তু কার্যকর হবে ২০২০-এক ১ জানুয়ারি থেকে। ১৫ আগস্টের মধ্যে ১৯৭টি হাইস্কুল, ৯-টি হায়ার সেকেন্ডারি, ১৪৯টি জুনিয়র কলেজ বা সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল প্রাদেশিকীকরণ করা হবে। এছাড়া ৪১৪ জন শিক্ষক এবং জুনিয়র কলেজের ৯৭ জন শিক্ষক পদ করে প্রাদেশিকৃত হবে নতুন করে। অর্থাৎ মোট ৩,৩৫৯ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষিকা পদ প্রাদেশিকীকরণ হবে। মন্ত্রী এ-ও বলেন, প্রাদেশিকীকরণের যোগ্যতা আহরণ করেছেন এমন ৬৯০ জন কলেজ শিক্ষকের পদ প্রাদেশিকৃত করা হবে। সঙ্গে জানান, রাজ্যের নতুন ৩০টি কলেজ প্রাদেশীকৃত করার পাশাপাশি ২৩১টি পদ নতুন করে প্রাদেশীকৃত হবে বলেও জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

এছাড়া রাজ্যের ১১৯টি চা বাগানে প্রথমবারের জন্য হাইস্কুল স্তাপন হবে। এর কাজও শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আগামী ২ অক্টোবর এই চা বাগানগুলিতে হাইস্কুল নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। প্রত্যেকটি স্কুল তৈরির জন্য ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে।নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করতে ৪০ সদস্যের এক কমিটি গঠন, সাব গ্রুপ গঠন করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। কী করে অসমে নতুন শিক্ষানীতি কার্যকর করা যায় তার জন্য আগামী জানুয়ারি মাসে ব্লু প্রিন্ট প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষার প্রয়োগ হলে বহু মানুষ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক সর্বজননীন হওয়ায় শিক্ষার মানদণ্ডও উন্নত হবে এবং পূর্ণ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হতে ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাবে বলেও মন্ত্রী ড় শর্মা দাবি করেন।

কাছাড়ে জনস্বার্থ নিরসন দিবসে ৮৭টি আবেদনের নিষ্পত্তি, এখনও আংশিক ৬৮

শিলচর (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার কাছাড় জেলায়ও জনস্বার্থ নিরসন দিবস (পিজিআরডি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রেক্ষাগৃহে অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায়ের পৌরোহিত্যে এক সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের সভায় সাধারণ জনগণের বিভিন্ন উদ্বেগের বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে। পিজিআরডি-তে রাজু ভার্মা নামের এক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে তাঁর ছেলের ভরতির জন্য বিশেষ বিবেচনার জন্য প্রার্থনা সহ একটি আবেদন করেছিলেন। এতে অতিরিক্ত জেলাশাসক জানান, পুরো ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনেই হয়, তাই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ক্লাস-১ এ ভরতির কোনও ব্যবস্থা নেই।

লক্ষ্মী প্রসাদ নামের এক ব্যক্তি তার ত্রি-চক্র যান হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একটি আবেদন জমা দিয়েছিলেন, যা ২৬ জুলাই ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাকে নিকটস্থ থানায় একটি এফআইআর করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং জেলা সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তাকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ করা হয়।

পিজিআরডি-তে বিধিঘ্ন ভারতীর তিন প্রতিনিধিরা জাতীয় পতাকার ছোট প্রতিরূপ দিয়ে তৈরি প্লাস্টিক বিক্রি নিষিদ্ধের জন্য একটি স্মারকলিপি জমা দিয়ে জানান, এই পতাকাগুলি স্বাধীনতা দিবস এবং প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের পরে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হয় যাতে জাতীয় পতাকার সম্পূর্ণ অবমাননা ও অসম্মান করা হয়ে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা বিষয়টি নোট করে রাখেন।

পিজিআরডি-তে জানানো হয়, জনগণের সদস্যদের দ্বারা দায়েরকৃত অভিযোগ নিষ্পত্তির গতি দ্রুত বাড়ছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি কোভিড সংকট সত্ত্বেও এগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে বলা হয় নিয়মিতভাবে তাদের আবেদনের স্থিতি সম্পর্কে আবেদনকারীদের জানানো দরকার। তাদের আওতাধীন বিষয় গৃহীত প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করার জন্য তাদের নির্দেশও দেওয়া হয়। পিজিআরডি-র সহকারী কমিশনার কিমনেইনম সাংসন, উপ-পুলিশ সুপার ভার্গব গোস্বামী এবং জেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা শাশ্বতী সোম উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছরের ১৯ জুন থেকে জেলাশাসক কীর্তি জল্লির উদ্যোগে একটি প্রকল্প পিজিআরডি প্রতি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ১১৫টি পিটিশন জমা পড়ে। এর মধ্যে ৬৮টি আবেদনের আংশিক এবং ৮৭টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।

বোনেদের রাখি ভারতীয় সেনা জওয়ানদের হাতে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ উদ্যোগ

দেহরাদুন, ১ আগস্ট (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের যুদ্ধ স্মারক শৌর্য স্থলে র অধ্যক্ষ তরুণ বিজয় শনিবার সকালে রাজধানী দিল্লিতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের হাতে বিপুল পরিমাণে রাখির প্যাকেট তুলে দেন। এই রাখিগুলি উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা নিজের হাতে বানিয়েছে। লাদাখ সহ দেশের বিভিন্ন সীমানায় মোতায়েন থাকা সেনা জওয়ানদের হাতে এই রাখি তুলে দেওয়া হবে। ২ আগস্ট এর মধ্যে এই রাখি পৌঁছে যাবে দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়। তরুণ বিজয় জানিয়েছেন, প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাখি সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই কাজে সহায়তা বিশেষভাবে করে তামিলনাড়ুর স্বেচ্ছাসেবক এবং থিরুভাল্লুর লোকেরা। করোনার জেরে রাখি উৎপাদনে বছরে কম হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ১৩ হাজার, উত্তরাখণ্ডে পাঁচ হাজার, দিল্লীতে ৮ হাজার রাখি তৈরি করে ভারতীয় বোনেরা সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে।এই প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, রাখি প্রতিটি সেনা জওয়ান এর কাছে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে।শক্তির মতন কাজ করবে। আশীর্বাদ হয়ে ঝড়ে পড়বে সেনাবাহিনীর কাছে।

কাজ শুরু করল আরব আমিরশাহির প্রথম আণবিক চুল্লি

দুবাই ১ আগস্ট (হি. স.): তেল ছেড়ে পারমাণবিক শক্তির দিকে পদক্ষেপ করে নয়া পথ দেখাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)। দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে শনিবার কাজ শুরু করল আরব দুনিয়ার প্রথম আণবিক চুল্লি। এদিন রিয়্যাক্টরে জ্বালানি ভরতেই কাজ শুরু করে দেয় বরাখাহ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট। এই চুল্লিটি রয়েছে আমিরশাহীর রাজধানী আবু ধাবিতে।

ইউএই-র প্রধানমন্ত্রী তথা দুবাইয়ের শাসক শেখ মহম্মদ বিন রাশেদ আল মাকতুম বলেন, "রিয়্যাক্টরে আণবিক জ্বালানি ভরে সেটিকে চালিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করেছি আমরা। সফল ও সুরক্ষিতভাবেই গোটা প্রক্রিয়া চলছে। আগামী দিনে এমন চারটি আণবিক চুল্লি বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে দেশের ২৫ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা মিটবে। শুধু তাই নয়, আণবিক শক্তির ফলে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতেও সক্ষম হব আমরা।

বিশ্বমঞ্চে নিজেদের মানচিত্রকে তুলে ধরতে মরিয়া নেপাল

কাঠমান্ডু, ১ আগস্ট (হি. স.): নিজেদের নতুন বিতর্কিত মানচিত্র বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে তৎপর হয়ে উঠেছে নেপাল।ইতিমধ্যেই নিজেদের মানচিত্রের ইংরেজি অনুবাদ করতে ব্যস্ত এই পাহাড়ি দেশ। একবার এই কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে রাষ্ট্রসংঘ এবং গুগলকে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই নেপালের নতুন মানচিত্রের ২৫ হাজার কপি নেপালি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। নতুন এই মানচিত্রে ৩৩৫ কিলোমিটার ভারতীয় ভূভাগ নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল। ভারতের চিরকালীন বন্ধুরাষ্ট্রের এহেন বিপরীতমুখী আচরণ পেছনে চিন কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর পেছনে নেপালে নিযুক্ত চিনা রাজদূত বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানা গিয়েছে।

২০ মে ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রথমবার নেপালের এই বিতর্কিত নকশা পেশ করা হয়। ১৩ জুন কাঠমান্ডু সংসদে এই নকশা কে মঞ্জুরি দিয়ে দেওয়া হয়। এই মানচিত্রে ভারতে লিপুলেখ, কালাপানি, লিংপিয়াধুরাকে নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল।এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত ভারত নেপাল কে ইতিমধ্যেই করেছে।

অসমে অপ্রাদেশীকৃত স্কুলগুলোর শিক্ষকপদ স্থায়ী করার দাবি প্রদেশ যুব কং-এর

পাথারকান্দি (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। প্রতিশ্রুতিগুলি যে মিথ্যা লোক ঠকানো ছিল তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম রাজ্যের অপ্রাদেশীকৃত স্কুল সহ শিক্ষকপদ স্থায়ী করার প্রতিশ্রুতি। তাই অবিলম্বে অপ্রাদেশীকৃত স্কুল সহ শিক্ষকপদ স্থায়ী করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি অসম প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শচিন সাহু।

এক সাক্ষাৎকারে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সর্বানন্দ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে শচিন বলেন, গত ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোটা রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জনগণকে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার ৪৫ দিনের মধ্যেই রাজ্যের সব অপ্রাদেশীকৃত স্কুল সহ শিক্ষকপদ স্থায়ীকরণের উপর গুরুত্ব দেবে সরকার। কিন্তু এই ঘোষণার সিঁকিভাগও পূরম করেনি বিজেপি সরকার। আজ সাড়ে চার বছর কেটে গেছে। অধিকাংশ স্কুল এবং শিক্ষকপদ স্থায়ী করা হয়নি। এতে শিক্ষা বিভাগের হাল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় দাঁড়িয়ে।

কংগ্রেসের যুবনেতা শচিন সাহু আরও বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক অপ্রাদেশীকৃত স্কুল আছে যেগুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকার পদও স্থায়ী করা হয়নি। ফলে বহু শিক্ষক শিক্ষিকারা এখনও বুকভরা রঙিন আশা নিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে আছেন, অনাহারে অর্ধাহারে। অনেকে আবার শিক্ষকতার মতো মহান পেশাকে সঙ্গী করে কর্তব্য থেকে অবসর নিয়েছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। শচিন বলেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে ২০১১-১২ সালে স্কুল প্রাদেশীকরণ বিল পাশ করা হয়। এতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত

ছয়ের পাতায়

কাছাড়ে নতুন ৫৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ, মৃত্যু আরও তিন জনের

শিলচর (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণের কবলে কাছাড় জেলা। আজ শুক্রবার এই খবর লেখা পর্যন্ত ৫৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। নতুন করে আরও তিন জন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে কাছাড়ে করোনা বেপরোয়া হামলা চালিয়েছে জেলায়।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও টুইট করে কাছাড়ের দুজনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিলেন। কাছাড়ের দুই নিহতরা মরনিং পেলিং (৪০) এবং লীলা পাল (৭০)। স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, কাছাড়ে আজ তিনজন করোনায় মারা গেছেন। তৃতীয় জন হলেন শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ (৬৫)। বোর্ড হাইলাকান্দির আরও একজনের নাম ঘোষণা করেছে। তিনি মিলন রানি সেনগুপ্ত (৭৫)। করোনার দরুনই প্রাণ হারিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে কাছাড়ে করোনায় সংক্রমিত হয়ে মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে স্বীকৃতি মিলেছে পাঁচ জনের। করোনায় সংক্রমিত হয়ে আগে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা শান্তিবালা নাথ, নারায়ণ মিত্র, মালা দত্ত মজুমদার, এসকে ওয়াগলে, চৈতালি দেব, বিমল পাল, মৌসুমী চন্দ চৌধুরী, অমরেন্দ্র বিশ্বাস ও সায়ন দাস।

আজ শুক্রবার কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত ৫৫ জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে ২৩ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়েছেন। আজকের তালিকায় যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ওল্ড পিজি হস্টেল শিলচর মেডিক্যাল কলেজের ডা. ভাবনা লোসাভ (২৭) এবং অপরজন নিউ হস্টেলের ডা. জ্যোতি কুমারী। আজকের আক্রান্তের তালিকায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মীও রয়েছেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডা. প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, বর্তমানে আইসিইউতে রয়েছেন ১৬ জন কোভিড আক্রান্ত। তাঁদের মধ্যে ২ জন মহিলা। আইসিইউ রোগীদের ৪ জন আবার ভেন্টিলেশনে। কোভিড স্ক্রিনিং সেন্টারের আইসিইউতে ৩ জনের চিকিৎসা চলছে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ব্লকে মোট ২১০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যাদের মধ্যে পুরুষ ১৫১, মহিলা ৫৫ এবং শিশু রয়েছে চারটি।

কাছাড় জেলা প্রশাসন কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে উৎসবের সময় বিভিন্ন জনসমাগম এড়িয়ে চলতে সবাইকে অনুরোধ করেছে। শুক্রবার এ প্রসঙ্গে জারি করা এক আদেশে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সবাইকে কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি বিবেচনায় উৎসবকালে জনসমাগম বন্ধ করার আহ্বান জানান। আদেশে বলা হয়েছে, উপাসনালয়ে অধিকতম পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে একজন যাজক এবং চারজন উপাসক অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন, এর অধিক উপাসনালয়ে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং সমস্ত কোভিড-১৯ প্রটোকল কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। এই আদেশ লঙ্ঘনকারীদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং আইপিসির অন্যান্য ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মায়ের দুধ (স্তন্যদুগ্ধ) এবং আন্তর্জাতিক স্তন্যদুগ্ধ খাওয়াবার সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট)
(BREAST FEEDING AND WORLD BREAST FEEDING WEEK)

সত্যজিৎ চক্রবর্তী

জন্মের পরে শিশুটির শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক চলছে কিনাতার শরীরের তাপমাত্রা সঠিক আছে কি না ইত্যাদি দেখে তাকে তার খাদ্য দিতে হবে এবং তা যেন অবশ্যই কোন ধরণের ইন্‌ফেকশন না করে। যখনই মা দুধ খাওয়াতে পারবেন এবং শিশুটি স্তন্যদুগ্ধ পান করতে পারবে তখন থেকেই যেন সে মায়ের দুধ পান করে। সময় সাধারনত অধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মত লাগে জন্মের পর। কখনো যেন নবাগত শিশুকে সাধারণ জল, গ্লুকোজের জল ইত্যাদি খাবার না দেওয়া হয়। জন্মের পরেই যেন নবজাতককে মায়ের কাছে দেওয়া হয়, তাতে সে মায়ের দেহের তপমাত্রা পাবে এবং মায়ের ভালবাসা পাবে। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মত মানুষের শিশু রাও মায়ের দুধ রেডিমেড আছে যেনেই জন্ম নেয়। সুতরাং স্তন্যদুধ পান করাটা একেবারে অত্যন্ত স্বভাবিক। আমাদের মায়ের দুধে প্রোটিন কম থাকে কারণ আমাদের শিশুরা আস্তে আস্তে বাড়ে। প্রতিটি স্তন্যপায়ী মায়েরা তাদের সন্তানের জন্য সঠিকভাবে দুধ দেয়। মায়ের দুধ শুধু মানবশিশুদের জন্য নয় একেবারে সঠিক সময়ের সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট করা থাকে। এই মায়ের দুধ সন্তানের পুষ্টির জন্য সঠিক থাকে। প্রতিটি মা-ই চায় সন্তানকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াতে, শুধু তাকে পরামর্শ, পারিবারিক সাহায্য এবং স্বামীর দ্বারা সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক ভাবেও মাকে সাহায্য করা দরকার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও মাকে সাহায্য করবেন। মায়ের ভালবাসার মত মায়ের দুধেও কোন বিকল্প নেই।

মায়ের দুধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য এবং শিশুর জন্মের পরে ৬ মাস পর্যন্ত অন্য কিছুই দরকার পরে না। মায়ের দুধ সহজে হজম হয়। যে সব বাচ্চাদের মায়ের দুধ আছে তাদের জন্য আলাদা কোন ভিটামিন দরকার পরে না। (শুধু মাত্র (Vit -k vit-D) ছাড়া।

মায়ের দুধে রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত। Lactobacilli থাকে যাহা বাচ্চাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে পাৎলা পায়খানা , শ্বাসকষ্ট, (কাশি ও সর্দি) এবং অন্যান্য ইন্‌ফেশন থেকে। মায়ের দুধ খেলে বাচ্চারা পাৎলা পায়খানায় ১৪ ভাগ কম ভোগে, কাশি এবং কানে ইন্‌ফেকশন হয়না। এদের মধ্যে কান পাকা বা (Necrotising Enterocolitis) খুব কম দেখা যায়।

মায়ের দুধ খেলে এলার্জি কম হয় এবং হাঁপানিও (এজমা) কম হয়। টিকা দিলেও মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চারা ভাল সাড়া দেয়। মায়ের শরীরের তাপ, মায়ের সান্নিধ্যে বাচ্চারা আরাম পায়

মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চাদের ৫ রকমের Special রোগে ভাল কাজ করে, যেমন স্পর্শ, গন্ধ, কানে শোনা এবং স্বাদ পাওয়া।

মায়ের দুধ খেলে নাকি বুদ্ধি বেশি হয় ফর্মুলার দুধ খাওয়া বাচ্চাদের তুলনায়। এদের দাঁতে ফোঁকড় হয় না। Type 2 ডায়াবেটিস মেলিটাস হয় না, মোটা হয় না, রক্তচাপ সঠিক থাকে, হার্ট অ্যাটাক হয় না এবং অন্য বেমার থেকেও এরা রক্ষা পায় বভিৎষ্যতে।

মায়ের দুধে ভেজাল মেশানো যায় না, পাৎলা করা যায় না, নোংরা মেশানো যায় না, আর তার থেকে ইন্‌ফেকশন হয় না, হঠাৎ করে যে বাচ্চারা বিছানায় মারা যায় (cot dedic) বা (SIDS) কম হতে দেখা যায়।

মায়ের জরায়ু তারাতারি ছোট হয়ে যায়, অযথা রক্তপাত হয় না এবং রক্তাল্পতা হয় না। আবার Ovulotion ও মাসিক ঋতু স্নান দেরিতে হয়। যদিও এই তা সব ক্ষেত্রে সমান যায় না, গর্ভনিরোধক বড়ি খেতে হয়। মায়ের দুধ খাওয়ানোতে সময় কম লাগে এবং সবসময়েই পাওয়া যায় সঠিক তাপমাত্রায়। মায়ের দুধ যাহা পেলে আর আমাদের বোতল, আলাদা দুধ ইত্যাদি কিনতে হবে না। মায়ের মধ্যে একটা প্রশস্থি আছে। অনেকে ভাবেন যে তার শরীরের ঘটনা নাকি নষ্ট হয়ে যায় মায়ের দুধ খাওয়ালে। মায়ে দুধ খাওয়ালে কিছু মায়ের ওজন কমে। বুকের সাইজ মায়ের দুধ খাওয়াতে বা কৃত্রিম দুধ খাওয়ালে দু'জনের একই রকম থাকে। মায়েদের স্তনে, ডিম্ব কোষে ক্যান্সার হয় না এবং (Osteo parous) হয় না।

পরিবারের খরচ অনেকটা কমে যায় । দেখা গেছে যদি সবাই বাচ্চাদের শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে পারে তবে আমাদের দেশে ৮, ৫০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হত প্রতি বছরে। এটা অবাক করার বিষয় নয় যে দেশে ১.৩ বিলিয়ন মানুষ থাকে সেখানে মহিলারা বাচ্চাদের Publicplace এ দুধ খাওয়াচ্ছেন বা রাস্তার ধারে বসে । বিভিন্ন বড় বড় বাজার স্টোর বা সাপ্লাই সেন্টারে মায়েদের জন্য জায়গা থাকে যেখানে ওরা বাচ্চাকে স্তন্যদুগ্ধ খাওয়াতে পারেন। যে সব মহিলারা গর্ভবতী বা এর মধ্যে বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন তাদের বুকে দুধ আসবেই। ১-৫ শতাংশ মহিলারা চেষ্টা করেও যথেষ্ট দুধ বের করতে পারেন না। যাহা মায়ের দুধ খেয়ে যেন শিশুরা অনেক স্মার্ট হয় তাই বেশি চেষ্টা করে সন্তানকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াতে ।

ত্রিপুরায় ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স এর একটি শাখা আগরতলা এবং বিভিন্ন জায়গায় আছে এর সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এই স্তন্যদুগ্ধ সপ্তাহকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দেশের সাধারণ মা বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন
অমিতাভ, উর্মিলা, সালমানেরা

নানাবতী হাসপাতালে অমিতাভ বচ্চন চিকিৎসাধীন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ১১ জুলাই বিগ বি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর পিছু পিছু ছেলে অভিষেক বচ্চনও করোনা পজিটিভ হয়ে একই হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রতিবছর নিয়ম করে অমিতাভ ঈদের শুভেচ্ছা জানান। এ বছরও নানাবতী হাসপাতালের বেড থেকে সবাইকে 'ঈদুল আজহা'র শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন বলিউডের শাহেনশা।লকডাউনের কারণে সতর্কতার সঙ্গে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে দেশজুড়ে। এই বিশেষ দিনটির শুভেচ্ছা বার্তা বলিউড তারকারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে পৌঁছে দিলেন। অমিতাভ ছাড়া সালমান খান, উর্মিলা মাতণ্ডকর, অনুপম খেরসহ আরও অনেক বিটাউন অভিনেতা তাঁদের ভক্তদের উদ্দেশে ঈদ মোবারক জানিয়েছেন।অমিতাভ বচ্চন একটি ছবির মাধ্যমে ঈদের শুভকামনা জানিয়েছেন। তাঁর পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা দারুণ পছন্দ করছেন।

অনুপম খের তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, 'আপনাদের সবাইকে "ঈদ-উল-আজহা"-র অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকের দিনটি আপনাদের জীবনে অনেক খুশি, সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক।' তিনিও এই পোস্টের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। কোরিওগ্রাফার ফারহা খান তাঁর তিন সন্তানের ছবি পোস্ট করেছেন। আর এই ছবির সঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'কী মনে হচ্ছে আপনাদের, এ বছর ঈদি নয়? আর ঈদের মধ্যাহ্নভোজনও নয়। ২০২০ সালের জন্য। যা-ই হোক ঈদ মোবারক।'

এদিকে বলিউডের সুলতান সালমান খান নিজের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছাবার্তা দিয়েছেন। তাঁর ছবিটি দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। দক্ষিণের সুপারস্টার মহেশ বাবু ঈদের শুভেচ্ছা বার্তাসহ টুইট করে বলেছেন, 'আসুন এই মুশকিল সময়ে সবাই একজোট হয়ে নতুন দিনের সূচনা করি।' বলিউড অভিনেত্রী উর্মিলা মাতণ্ডকর টুইটারে লিখেছেন, 'সবাইকে ঈদ-উল-আজহা মোবারক।'

বলিউডের দাপুটে অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বকরি ঈদের শুভ কামনা জানিয়েছেন।

পাঠকের ঈদ

পবিত্র ঈদুল আজহা আসন্ন। ঈদ মানেই মনের কোণে শৈশবের নানা ঘটনার ওড়াউড়ি, ঈদের স্মৃতির রঙিন দুনিয়ায় আনমনেই হারিয়ে যাওয়া। আবার কারওবা ঈদ আসে স্রেফ দুঃখ জাগাতে। পাঠকের কাছে ঈদের এমন সত্য গল্পই আহ্বান করা হয়েছিল। ছুটির দিনের ফেসবুক পেজে ঘোষণা পেয়ে পাঠকেরাও লিখে পাঠিয়েছেন হরেক রকম ঈদের স্মৃতি।ছোটবেলায় মফস্বল শহরে বড় হয়েছি। এখানে না আছে বড় শহরের অত্যধিক ব্যস্ততা, না আছে গ্রামের অন্তহীন মেঠো পথের চিরাচরিত রূপ। এই মফস্বল শহরেই ঈদের সময় পেতাম ঢাকার আত্মীয়দের। তাঁরা আসতেন কদিনের জন্য। বাড়িতে উৎসব শুরু হতো তখন। ঈদের আগের রাতে মেহেদি দিতাম দল বেঁধে। রাতে শুকিয়ে যাওয়া মেহেদির টকটকে রং ধরা হাত দেখতে দেখতেই গোসল শেষ করতাম। নতুন পোশাক পরে বাড়ির বড়দের সালাম করাটা তো অবশ্যকর্তব্য।পশু---পাখি নিয়ে আমার একধরনের ভীতি আছে। তবু কোরবানির পশুরা কদিনের অতিথি হলেও ওদের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠত। কদিনের অতিথি জেনেও আমি ওদের একেকজনের নামও দিতাম! যে কদিন ওরা থাকত আমাদের সঙ্গে, বাড়ির সদস্য হয়েই থাকত। খানিক পরপর খোঁজ নিতাম। রাতে বসে বসে ওদের কার্যকলাপ দেখতাম। প্রথম দু-তিন রাত খুব ভয় পেত ছাগলগুলো। তখন ওদের সঙ্গে গল্পও করতাম। ঈদের সকালে সরাসরি না দেখলেও 'কদিনের প্রিয় অতিথি'র শেষ গোঙানির আওয়াজটুকু যেন পরবর্তী কদিনের জন্য কানে গেঁথে যেত।তারপর আমরা তিন ভাই-বোন আর দাদু মিলে যেতাম 'সফরে'। হাতে মাংসের থলে। হেঁটে হেঁটে শহরের প্রায় সব আত্মীয়স্বজনের বাসায় যেতাম আমরা। এতটা পথকে হাঁটাপথ বানিয়ে নিতাম বলে বাসার সবাই এটার নাম দিয়েছিলেন'সফব'। ভাই-বোনদের সঙ্গে আড্ডা, ঘুরতে যাওয়াসব মিলিয়ে এই ছিল আমার ঈদের দিন।এবার কোভিডের কারণে ঢাকার ভাই-বোনেরা আসতে পারবেন না। আমাদের চারজনের সকালের বিখ্যাত 'সফর' স্থগিত। দাদুর এই চার মাসের বন্দিদশার অবসান ঘটবে না এই ঈদের দিনেও। ভাই-বোনদের আড্ডা হবে না। ঈদগাহ এবার লোকজনের কোলাহলে মুখরিত হবে না। হয়তো পাওয়া হবে না সালামি, যাওয়া হবে না ঘুরতে।বাসা থেকে সে বছরের ঈদুল আজহায় ছাগল কোরবানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। পশুর আকার বিবেচনায় কেনার দায়িত্ব বর্তাল আমার কাঁধে! হাটে জোগালি হিসেবে গিয়েছি অনেক, কিন্তু নিজে কেনার অভিজ্ঞতা ছিল না। সঙ্গে নিলাম আমার চাচাতো ভাইদের।অভিযান শুরু। গন্তব্য বরিশালের রূপাতলী হাট। ঘুরে ঘুরে বড়সড় একটা ছাগল পছন্দ করলাম। দরদাম করে ছাগলটা কিনে ফেলি। হাট থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। পুরো পথটা হেঁটেই বাসায় ফিরলাম। বাড়ির বাইরে রাখার মতো তেমন জায়গা না থাকায় তার জায়গা হলো ছাদের সিঁড়িঘরে। বেঁকে বসা ছাগলকে দোতলার ছাদে ওঠাতে বেশ কষ্ট হলো আমাদের।ছাদ থেকে নিচে নামতেই দেখলাম আব্বা ফিরেছেন। আম্মা, বোনসহ বাড়ির অন্যরা অপেক্ষা করছিল তাঁর ফেরার। আব্বা কাপড় বদলে সবাইকে নিয়ে গেলেন ছাগল দেখতে। প্রথমবার কোরবানির পশু কেনার মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে আমি বেশ বড় বড় ভাব নিয়ে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, ভালো দামে বেশ সুন্দর মোটাতাজা একটি ছাগল কিনেছি বলে আমি ও আমার চাচাতো ভাইয়েরা আব্বুর বাহ্বা পাব।আব্বা সবাইকে নিয়ে ছাদে গেলেন। ওপরে উঠেই সবার চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। মেঝেতে দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু ছাগল নেই। সবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি শুরু হলো।ছাদে এক চক্কর দিয়ে সবাই বাড়ির আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলাম। ততক্ষণে রাত বেড়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে বুঝলাম, যা হওয়ার তাই হয়েছে।ছাগলকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাসার মূল ফটক খোলা ছিল। আনাড়ি হাতে গলায় দড়ি বেধেছিলাম বলে দড়ি খুলে বাইরে চলে গেছে, নয়তো চুরি হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কী ঘটেছিল, সেটি কেউ জানি না।বাড়ির ছোট হওয়ায় ঈদ নিয়ে সব সময় আমার বাড়তি আগ্রহ থাকত। ঈদুল আজহায় সেই আগ্রহটা গড়াত কোরবানির গরু কেনায়। গরু বাসায় আসবে, আমি তার যত্ন নেব ইত্যাদি। তাই মেয়ে হলেও আব্বু আমাকে হাটে নিয়ে যেত। বাবার হাত ধরে আমিও যেতাম হাটে। আমার পছন্দমতোই কেনা হতো কোরবানির গরু। তবে ২০০৬ সালের ঈদটি ছিল আমার জন্য একেবারেই ভিন্ন।তখন তো বেশ ছোট। ওই বছর ঈদের দিন ঘনিয়ে এলেও গরু কেনার কোনো নাম ছিল না। শেষ সময়ে এসে গরু কেনার সিদ্ধান্ত নিল বাবা। আমি কিছুটা অভিমান করে হাটে গেলাম না। বাজারে গরুর সংকট ছিল বলে বড়রা আলোচনা করছিলেন। তাই বাবা আর বড় ভাইয়া সকালে বের হলেও তাদের ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। আমি গাল ফুলিয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু তাদের আসার কথা শুনে দৌড়ে বারান্দায় চলে গেলাম। কিন্তু না! কোনো গরু কিনতে পারেনি। বাইরে পর্যন্ত না গিয়েই আব্বুর দিকে তাকালাম। মনে হলো, তারও মন খারাপ।রাত পার হলেই ঈদ। বুঝতে বাকি রইল না, এবার কোরবানি দেওয়া হবে না। চোখ ছলছল করে উঠল। আব্বুও আর আমাকে কিছু বলল না, শুধু এসে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুমাতে চলে গেল। চোখের কোণে পানি নিয়ে কখন যেন আমিও দাদির কোলে ঘুমিয়ে গেলাম। সকালে ঘুম ভাঙল আব্বুর ডাকে। চোখ খুলেই দেখলাম আব্বু এক গাল হাসি দিয়ে বলছে, 'নিচে চল।'চোখে কোনোমতে পানি দিয়ে নিচে গিয়ে দেখি, গরু! পরে শুনলাম ভোর পাঁচটায় গরু কিনতে বের হয়েছিল আব্বু। ঈদের দিন গরু নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরেছে।সেদিন আমি এতটা আনন্দিত হয়েছিলাম যে সে দিনটাই ঈদের স্মৃতি হয়ে রইল। আহা, আমার সোনালি দিনগুলো।গরু-ছাগলের সহাবস্থান অনেক দেখেছি। গ্রামে গেলেই তো দেখতাম, একই গোয়ালে গরু ও ছাগল শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। কিন্তু আমাদের বাসায় অতিথি হিসেবে যে গরু-ছাগলকে আনা হলো, তাদের শত্রুতার কারণ অজানা।

২০১৫ সালে ঈদুল আজহার তিন দিন আগে হাট থেকে তাদের বাসায় আনা হয়েছিল। অপরিচিত জায়গায় এসে দুজনে কোথায় গল্প জুড়ে দেবে, আগের দিনের সুখ-দুঃখের কথা বলবে, তা-না করে দুজন গুঁতাগুঁতি শুরু করে দিল। মনে মনে বলি, গরু তো গরুই! আরে, তুই কেন ছাগলের সঙ্গে ক্ষমতা দেখাতে যাবি! আর ছাগলও কম যায় না, নিজের শক্তিমত্তা সম্পর্কে কী আত্মবিশ্বাস, গরুকে যায় টুঁস মারতে! একসঙ্গে রাখলেই যেহেতু মারামারি করে, সব সময় চোখে চোখে রাখাও সম্ভব নয়, তাই গরুকে বাড়ির সামনের খালি জায়গায় বেঁধে রাখা হলো।

ছাগলের জায়গা হলো বারান্দায়। এতক্ষণ তো গুঁতাগুঁতি করে সময় কাটিয়েছে। বারান্দায় বেঁধে রাখার পর থেকেই 'ম্যাঁ ম্যাঁ ম্যাঁ' করে জুড়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল। ওর নিজস্ব সংগীত শুনে তৃতীয় শ্রেণিপড়ুয়া আমার ছোট বোনের মনে মায়ার উদ্রেক ঘটল। কাঁঠালপাতা খাইয়ে ছাগলের কান্না থামানোর চেষ্টা করে গেল। আচ্ছা ছাগল তো! কিছুতেই ম্যাঁ ম্যাঁ থামাচ্ছিল না। এরপর ছোট বোনটা ভাবল, ছাগলের গলার দড়ি খুলে দিলে বুঝি হাঁকডাক থামিয়ে দেবে।গলার দড়ি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটল আরেক কাণ্ড। বারান্দা থেকে ছাগল ঘরে ঢুকে পড়ল। আমরা সবাই ঘরে বসে টিভি দেখছিলাম। ছাগলও দাঁড়িয়ে গেল টিভির সামনে। টিভি দেখায় মগ্ন হয়ে থেমে গেল ছাগলের ডাকাডাকি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আরেকটি বিস্ময় উপহার দিল সে। একলাফে উঠে পড়ল আমাদের বিছানায়। বিছানায় আয়েশি ভঙ্গিতে বসে একদৃষ্টিতে টিভি দেখতে থাকল।মায়ের সহ্যের সীমা এ পর্যায়ে অতিক্রম করল। বিছানা নোংরা হচ্ছে বলে আমার মা ভীষণ রেগে গেলেন।

কিন্তু ছাগলের এই কাণ্ডতে আমার ছোট বোনের আনন্দ দেখে কিছু বলতেও পারছিলেন না তিনি। বিষয়টি আমি বুঝতে পেরে ছাগলকে বারান্দায় নিয়ে বেঁধে রাখলাম।

যেই না বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হলো, জুড়ে দিল আগের মতো ডাকাডাকি। পরের তিন দিন বাধ্য হয়েই তাকে ঘরের মধ্যে রাখা হলো। ছেড়ে রাখা হলো টিভি। দিনভর মেঝেতে দাঁড়িয়ে টিভি দেখত থাকল সে!

বিদ্যার সুগন্ধির রহস্য

'শকুন্তলা দেবী' ছবির ট্রেলার মুক্তির পর হইচই পড়ে গিয়েছিল। ছবির মূল নায়িকা বিদ্যা বালানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সমগ্র বলিউড। শুক্রবার আমাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেল 'শকুন্তলা দেবী'। আবার এক ব্যতিক্রমী চরিত্রে সবার মন জয় করলেন বিদ্যা। এর আগে 'ডার্টি পিকচার', 'কাহানি', 'বেগমজান', 'তুমহারি সুলু'সহ অসংখ্য ছবিতে অসংখ্যরূপে মাতিয়ে এসেছেন বিদ্যা। যেকোনো চরিত্রের সঙ্গে তিনি মিলেমিশে এক হয়ে যান। তবে চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের অভিনয়শৈলী, লুক, শারীরিক ভাষা, বাচনভঙ্গি ছাড়া আরও একটি জিনিস বদলান তিনি। সম্প্রতি প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধির সঙ্গে এক ভাচ্যুয়াল সাক্ষাৎকারে সে ব্যাপারে খোলসা করলেন বিদ্যা।

বিদ্যার মুখোমুখি হতেই উঠে এসেছিল 'শকুন্তলা দেবী' ছবিসংক্রান্ত নানান কথা। তিনি যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেন পুরোপুরি সেই চরিত্রের মতো হয়ে ওঠেন। নিজের বাচনভঙ্গিও সম্পূর্ণ বদলে ফেলেন এই বলিউড তারকা। বিদ্যা এ প্রসঙ্গে বললেন, 'আমি নানান ভাষায় কথা বলতে পারি। আর যখন যে ভাষায় কথা বলি তখন তাদের মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করি। আমি মাথায় রাখি, যখন বাংলাতে কথা বলব, তখন যেন আমাকে বাঙালির মতোই লাগে। তাই ছবির চরিত্র অনুযায়ী আমি আমার বাচনভঙ্গি, শারীরিক ভাষা সব বদলে ফেলি। 'শকুন্তলা দেবী' ছবিতে আমাকে দক্ষিণ ভারতীয় স্টাইলে অভিনয় করতে হয়েছিল। তবে আমার এই ধরনের অভিনয় করতে দুর্দান্ত লেগেছে। কারণ আমি দক্ষিণ ভারতীয় পরিবারের মেয়ে। আমার মা, বাবা, বোনেরা, সমগ্র পরিবার দক্ষিণ ভারতীয়র আদলে কথা বলেন।'

শোনা গিয়েছিল, চরিত্র অনুযায়ী বিদ্যা পারফিউম অর্থাৎ সুগন্ধি বদল করেন। তিনি যখন যে চরিত্রে অভিনয় করেন, সেই চরিত্রের জন্য একটা নির্দিষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করেন। বিদ্যা বলেন, 'পরিণীতা ছবি থেকে আজ পর্যন্ত আমি এটা করে এসেছি। আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষ আলাদা। আর প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। আমি তো একটাই মানুষ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করি। তাই প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা পারফিউম ব্যবহার করি। ওই গন্ধ নাকে এলেই আমি চরিত্রটায় ঢুকে যাই। শকুন্তলা দেবীর চরিত্রের জন্য আমি ডিওর-এর স্পাইস পারফিউম ব্যবহার করেছি। কারণ ওনার জীবন অত্যন্ত মসলাদার ছিল।'

শনিবার জিবি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

কাটিগড়ায় কোম্পানির চৌকিদারদের মারধর ভাঙচুর, জমি জবরদখলের অপচেষ্টা, বিধায়ক অমরচাঁদ সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা, চাঞ্চল্য

কাটিগড়া (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের বিরুদ্ধে জমিজবরদখলের চেষ্টায় মারপিটে জড়িয়ে পড়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল। এক কোম্পানির সাত বিঘা জমি জবরদখল করতে গিয়ে ব্যাপক মারপিট ও ভাঙচুরে শামিল হয়ে তীব্র সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হয়েছে বিধায়ক জৈন। ঘটনার কয়েকদিন আগে সংগঠিত হলেও পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে না এখনও। প্রথমদিকে ধারণা করা হয়েছিল, হয়তো বিষয়টির মিটমাট হয়ে গেছে। কিন্তু না। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনা নিয়ে শিলচর আদালতে তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এতে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৪৭/৩৪১/২৯৪/৩২৩/৪২৭/৫০৬/৩৪ ধারার পাশাপাশি আসাম ল্যান্ড গ্র্যাভিং প্রহিভিশন অ্যাক্ট ২০১০-এর ধারা ৫ সংযুক্ত করে কাটিজড়ার বিধায়ক অমর জৈন, তাঁর ছেলে আবু জৈন এবং কর্মচারী বাবলু দাসের বিরুদ্ধে শিলচর ডিস্ট্রিক্ট অ্যা সেসন জজ কাম স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কোর্টে স্পেশাল ল্যান্ড গ্র্যাভিং মামলা দায়ের করেছেন গোবিন্দ এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর জয়ন্তপ্রকাশ সিং। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কোর্টে ল্যান্ড গ্র্যাভিঙে ০৩/২০২০ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১৫ জুলাই আদালতে দাখিলকৃত আবেদনে (নথিভুক্ত মামলা) উল্লেখ করা হয়েছে ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ বিধায়ক অমর জৈন তাঁর ছেলে আবু ও কর্মচারী বাবলু দাস সহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে আচমকা গোবিন্দ এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের ভেতর উপস্থিত হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান। সেখানে নিয়োজিত তিন চৌকিদার ময়নুল হক, কমরুল ইসলাম ও অশোক দাসদের রক্তচক্ষু দেখিয়ে ওই জমি তাঁর নিজের বলে দাবি করে তাদের বেরিয়ে যেতে হুংকার দেন বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীরা। আবেদনে বলা হয়েছে, চৌকিদারদের অশ্লীল গালিগালাজ দিয়ে মারধর করার পাশাপাশি তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে ওই সীমানার ভেতরে বিদ্যমান প্রচুর মূল্যবান গাছ পালা কেটে বিনষ্ট করা হয়। আরবান স্ট্রাকচারে তৈরি ঘর এবং দুটি গোয়াল ঘর ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। এভাবে ভাঙচুর ও বাড়ির মূল্যবান সুপারি গাছ, কলাগাছ সহ অন্যান্য গাছ কেটে প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন রতনপুর চাবাগানের মহেশ সিং, বিরাজ মোহন নাথ সহ অন্যান্যরা।

উল্লেখ্য গোবিন্দ এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২০১১ সালের ২৪ জুন বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্যের কাছ থেকে মোট ৯ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছিল। ২০১১ সালের ২৪ জুন রেজিস্ট্রিকৃত ৯৪৫ নম্বর দলিল অনুসারে কাটিগড়া পরগণার কাতিরাইল চা বাগিচা মৌজার দ্বিতীয় রিজরিপার ২ নং পাট্টার ৫৭/২৩৯/৫৭/২৪০ দাগে মোট ৯ বিঘা জমি কিনেছিল গোবিন্দ এনক্লেভ, উল্লেখ করা হয়েছে আদালতে দায়েরকৃত আবেদনে। কিন্তু পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর ১৪১৬ দলিল মোতাবেক ৫৭/২৩৯ দাগের ২ বিঘা জমি আহমদ শাহিল ও আব্দুল শাহিলের কাছে বিক্রি করার পর বর্তমানে ৭ বিঘা জমি রয়েছে গোবিন্দ এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নামে।

কিন্তু বর্তমানে কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ছেলে ও সঙ্গীসাথিদের নিয়ে ওই জমি জবরদখলের অপচেষ্টা করছেন। তিনি প্রায় সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে গল্প করে এই জমি তাঁর বলে দাবি করেন। এছাড়া গোবিন্দ এনক্লেভের পার্শবর্তী কোম্পানির মালিকানাধীন আরও কিছু জমি রয়েছে। সেগুলোও একই কায়দায় জবরদখল করার অভিপ্রায়ে এলাকায় উস্কানিমূলক মন্তব্য করে আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন বলে অমরচাঁদ জৈনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে আবদনে।

কোম্পানির ডিরেক্টর জয়ন্ত প্রকাশ সিঙের দায়েরকৃত মামলায় সাক্ষী পাঁচ ব্যক্তি হলেন রতনপুর বাগানের মহেশ সিং, বিরাজ নাথ, তিন চৌকিদার কমরুল ইসলাম, ময়নুল হক এবং অশোক কুমার দাস।

এদিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই মামলার প্রেক্ষিতে বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের মতামত জানতে চাইলে তিনি গোটা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, দশ বছর আগে কাটিগড়ার বাপন পালের কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি কিনেছিল সুরনা মোটর কোম্পানি। তখন অমরচাঁদ জৈন উভয় পক্ষের পরিচয় প্রদানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিলেন মাত্র। কিন্তু বর্তমানে গোবিন্দ এনক্লেভের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এছাড়া মামলায় তাঁর ছেলে আবুকে জড়ানো হয়েছে শুনে তিনি হতবাক। বলেন, আমার ছেলে কোনওদিন ওই জমিতে যায়নি। সে চেনেও না সংশ্লিষ্ট জমি। এভাবেই গোটা ঘটনার খবর উড়িয়ে দেন বিধায়ক জৈন।

অন্যদিকে মহেশ সিং জানান, ঘটনার দিন বারংবার কাটিগড়া থানায় ফোন করার পরও পুলিশের তরফে কোনও সাড়া পাননি তাঁরা। পরে মামলা দায়ের করতে থানায় গিয়েও কোন আধিকারিক পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন মহেশ সিং। পরবর্তীতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ন্যায় বিচার চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়। এদিকে জমি জবরদখল সংক্রান্ত ঘটনা ও আদালতে মামলায় কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈনের নাম জড়িয়ে পড়ার স্পর্শকাতর বিষয়কে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংঘটিত এই ঘটনায় আগামী নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল। জমি জবরদখল সংক্রান্ত বিষয়ক মামলার ঘটনা গোটা কাটিগড়ার রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

মেহবুবা মুফতির নজরবন্দি নিয়ে সরব চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি. স.): পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিকে নজর বন্দি করে রাখার প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব চিদাম্বরম।আইনের অপব্যবহার করে মেহবুবা মুফতিকে নজর বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে সরব হয়েছেন এই কংগ্রেস নেতা। নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। মেহবুবা মুক্তির দাবিতে সবার সরব হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার নিজের টুইট বার্তায় পি চিদম্বরম লিখেছেন, পি এ এস আইনের বলে মেহবুবা মুফতিকে নজরবন্দি করে রেখে আইনের অপব্যবহার করা হয়েছে।নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর হামলা করা হয়েছে। বছর ৬১ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তাকর্মীর দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন। তিনি কি করে সার্বজনীক এলাকায় বিপদজনক হয়ে উঠতে পারেন। যে ধারায় মেহবুবা মুফতিকে নজর বন্দি করে রাখা হয়েছে তা হাস্যকর। জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি নিয়ে সরব হওয়ার দরকার।

সুশান্ত মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনের জন্য সিবিআইকে তদন্তভার দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বিহার সরকার

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি. স.): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার দিতে চিন্তাভাবনা করছে বিহার সরকার।শনিবার মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের জন্য সিবিআই এর হাতে তদন্তভার দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।রাজ্যের মন্ত্রী সঞ্জয় ঝাও এক কথাই বলেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত সুশান্ত পরিবারের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের জন্য কোনও দাবি আসেনি।যদি পরিবারের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয় তবে বিষয়টি নিয়ে ভাববে সরকার।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রয়াত বলিউড অভিনেতা বাবা কে কে সিং পাটনার রাজিব নগর থানায় গিয়ে বলিউড অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সুশান্তের নামে থাকা ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ এবং অভিনেতাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রিয়ার বিরুদ্ধে। এই মামলার তদন্ত করতে ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশের একটি দল মুম্বই গিয়ে পৌঁছেছে।অভিযোগ উঠছে মুম্বই পুলিশ তাদেরকে কোন রকমের সহযোগিতা করছেন না।

করোনায় মৃত্যু প্রাক্তন বন আধিকারিক শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়ার, শোক ও তীব্র আতঙ্ক কালাইনে

কাটিগড়া (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত কালাইনের বাসিন্দা তথা বনবিভাগের প্রাক্তন রেঞ্জ অফিসার শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক ডা. এমআই বড়ভুইয়াঁ জানিয়েছেন, শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ মারা যওয়ার পর করোনা টেস্টের রিপোর্টে পজিটিভ ধরা পড়েছে। তবে মৃত্যুর কারণ করোনা ভাইরাস, না অন্য কিছু তা স্পষ্ট হবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের রিপোর্ট আসার পর।

উল্লেখ্য, কিছুদিন থেকে তিনি সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু কোনও হাসপাতালে ভরতি না হয়ে কালাইন ডিগাবর রোডের বাড়িতে জনৈক ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে ওষুধ খেয়েছেন। কিন্তু করোনা টেস্টের জন্য সোয়াব প্রদানে কোনও হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে যাননি। ফলে এতদিন করানো টেস্টও হয়নি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মাত্রাতিরিক্ত শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় তাঁর। নিরুপায় হয়ে তড়িঘড়ি স্বাস্থ্য বিভাগের জরুরি পরিষেবার ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স ডেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগিয়ে রাতেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। করোনা টেস্টের জন্য রাতেই সংগ্রহ করা হয় সোয়াব। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শুক্রবার সকালে অসুস্থ শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর মৃত্যু ঘটে। একটু পরেই তাঁর করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ফলে তাঁর মৃত্যু করোনা ভাইরাসের হামলায় হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে না।

জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিপিএম বুরহানুল হক চৌধুরী জানান, প্রয়াত বড়ভুইয়াঁর করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে। তবে করোনা প্রটোকল মেনেই শুক্রবার রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, জামাতা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের।

এদিকে, কালাইন এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবর চাউর হতেই সমগ্র কালাইন-কাটিগড়া এলাকায় শোকাবহ পরিবেশ দেখা দিয়েছে। প্রয়াত শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ দীর্ঘ বছর কালাইন ফরেস্ট অফিসে কাজ করার সুবাদে সমগ্র এলাকার আর্থ-সামাজিক জনজীবনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কালাইন এসআর কলেজের প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আমৃত্যু কলেজের নির্মাণ কমিটি সহ একাধিক সংস্থার মনোনীত কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন তিনি। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উত্থানে শরিফ উদ্দিনের অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

উল্লেখ্য, বন বিভাগের করিমগঞ্জ সদর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন শরিফ উদ্দিন। কিন্তু দীর্ঘ বছর নাগাড়ে কালাইন রেঞ্জে ডেপুটি রেঞ্জার থাকার জন্য বৃহৎ কালাইন এলাকার সর্বশ্রেণির মানুষের সাথে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁর। সেজন্যই শিলচর মধুরবন্দ ও ঝাটিঙ্গামুখের বদরপুরে আলাদা বাড়ি থাকার পরও অবসর জীবনে কালাইন ডিগাবর রোডে বসবাস শুরু করেন তিনি।

াঁর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোক নেমে এসেছে। শরিফ উদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা বিপ্লবকান্তি পাল, নিত্যগোপাল দাস, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. এমআই বড়ভুইয়াঁ, রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কর্তা এফআর লস্কর, কালাইনের জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভৈরবপুরের জিপি সভাপতি দীপন রায়, ভৈরবপুর এমই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইবাদুর রহমান খান, কালাইন এইচএস স্কুলের অধ্যক্ষ সিরাজুল আম্বিয়া, কালাইন জিপির প্রাক্তন সভাপতি সন্দীপ দাস প্রমুখ। তাঁরা প্রয়াতের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

অন্যদিকে, শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর মৃত্যুর বিষয়ে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কেরও সৃষ্টি হয়েছে। শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর মৃত্যু করোনা ভাইরাসজনিত কারণ নিশ্চিত হলে কাটিগড়ায় এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়াবে তিনে। কাটিগড়ার জামাল উদ্দিন ও দিলীপ দাস নামের এক শিক্ষকের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে কিছুদিন আগে। এছড়া এ পর্যন্ত কোনও রকমের ট্র্যাভেল হিস্ট্রি ছাড়াই কাটিগড়া বিধানসভা এলাকায় মোট ৭৬ জনের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে।

প্রসঙ্গত একাংশ যুবকের বেপরোয়া দৈনন্দিন চলাফেরা ও জীবনশৈলীর জন্য বৃহৎ কালাইন এলাকা কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের এক চিকিৎসক তিন নার্স ও এক নার্সের স্বামী করোনা আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কালাইন হাসপাতাল লাগোয়া একটি বাড়িতে আরও পাঁচ সদস্য করোনা পজিটিভ হওয়ার পরও প্রশাসনের তরফে তাদের শিলচর মেডিক্যালে না নিয়ে উল্টো অজ্ঞাত কারণে আক্রান্তদের বাড়িতে রাখা হয়েছে। বলা হচ্ছে তাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। অথচ প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট বাড়িটি বা সংলগ্ন এলাকা সিল করা হয়নি। ফলে ওই বাড়ির করোনা আক্রান্তরা বাজারে দিব্যি ঘোরাফেরা করছেন বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। বিষয়টি জনমনে রহস্যের সৃষ্টি করছে। ফলে গোটা কালাইন এলাকা করোনার হটস্পটে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে। জনমনে বাড়ছে দুশ্চিন্তার পারদ।

এছাড়া ৩০ জুলাই কালাইন ব্রাহ্মণগ্রামের জনৈক সন্দীপ দেবের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পরও তাঁকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে করোনা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে তাঁর সংস্পর্শে আসছেন অনকেই। করোনার ভয়াবহতাকে গুরুত্ব না দিয়ে ফেস মাস্ক ছাড়া হাটে-বাজারে ঘোরাফেরা, ঘনঘন

ছয়ের পাতায়

পাহাড় নিয়ে প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হঠাৎ স্থগিতের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের ডাকা বিশেষ বৈঠক স্থগিত হয়ে গেল। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছিল আগামী ৭ অগস্ট রাজ্য-কেন্দ্র ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েই আলোচনা হবে। কিন্তু শনিবার মন্ত্রক ওই বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই গোর্খাল্যান্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে সেরকম কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি। আপাতত গুরুং-রোশনরা পাহাড় ছাড়া। পাহাড়ের দখল বিনয় তামাংপন্থীদের হাতে। কিন্তু তাতেও পাহাড়ে বিজেপি জয় ঠেকানো যায়নি। ফলে পাহাড়ে যে বিজেপির পক্ষে হাওয়া রয়েছে তা স্পষ্ট। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এপাশে সেরকম কোনও তৎপরতা কোনও পক্ষেরই দেখা যায়নি। ফলে হঠাৎ করে সেখানে কোনও বৈঠক যে রাজ্য রাজনীতির আবহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করায় খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই গুরুং ও রোশন গিরির নামে খুনের অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি দলে এখন প্রতিপত্তি চলছে বিনয় তামাং-এর। সেই পরিস্থিতিতে এই বৈঠক হলে কী হত, তার দিকে কড়া থাকত সব পক্ষেরই। এখন দেখার এই স্থগিত হওয়া বৈঠক ফের কবে হয়। ততদিন পর্যন্ত ফের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। পিছনে অনেকেই রাজনীতিও দেখতে পান। কিন্তু সেই বৈঠক হওয়ার আগেই তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত তা স্পষ্ট করে জানায়নি মন্ত্রক।

লিপু ঝিলের কাছে সেনা সমাবেশ করল চিন

দেহরাদুন, ১ আগস্ট (হি. স.): উত্তরাখণ্ডের লিপু ঝিলের কাছে সামরিক গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়েছে চিন।অন্যদিকে পূর্ব লাদাখের প্যাংগং ঝিলে অতিরিক্ত সেনা এবং সামরিক নৌকো মোতায়েন করেছে। প্রায় এক হাজার সেনা জওয়ান লিপু ঝিলের কাছে মোতায়েন করেছে। লিপু ঝিল এমন একটি জায়গা যেখানে ভারত, চিন এবং নেপালের সীমানা এসে মিলেছে। এই সেই জায়গা যেটিকে সদ্য প্রকাশিত নিজেদের মানচিত্রে দেখিয়েছে নেপাল। এখন বোঝাই যাচ্ছে নেপালের প্রকৃত বন্ধু চিন এই ঝিল দখলের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে প্রায় এক হাজার সেনার একটি ব্যাটালিয়ন সেখানে মোতায়েন করেছে চিন। লিপু ঝিল সেই জায়গা যেখান থেকে মানস সরোবর যাওয়ার জন্য সম্প্রতি সড়ক নির্মাণ করেছে ভারত। প্রায় ৮০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে নেপাল। এছাড়াও কালাপানি এবং লিম্পি য়াধূরা অঞ্চলগুলিকে নিজেদের মানচিত্রে দেখিয়েছিল নেপাল।ধারচুলায় নিকটবর্তী এলাকায় নেপাল নিজেদের সেনাছাউনি এবং হেলিপ্যাড তৈরি করেছে।

লাফিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): নতুন কনটেইনমেন্ট জোনে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড এর আধিক্য দেখা গিয়েছে। সেই মতই দেখা গেল এই ওয়ার্ডে এক লাফে হুহু করে বেড়েছে সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই ওই ওয়ার্ডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬৪ জন। এদের মধ্যে সিংহভাগই আবাসন ও বহুতলের বাসিন্দা। পাশাপাশি আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দেখা গিয়েছে। আনন্দপুরের একটি আবাসন থেকেই আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। এদের প্রত্যেকেই আনন্দপুর বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্মী। প্রসঙ্গত, এই ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডেই খোঁজ মিলেছিল রাজ্যে প্রথম করোনা আক্রান্ত আমলা পুত্রের। বেশ কিছুদিন আগে স্বরাষ্ট্র সচিব তথা কলকাতার নোডাল অফিসার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা অর্থাৎ পাটুলী বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় সংক্রমণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হাসপাতালের আধিক্য। এই মন্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা হলেও এখন দেখা যাচ্ছে কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে সংক্রমিত দের মধ্যে অধিকাংশই বহিরাগত। তারা বেশিরভাগই ওই এলাকার বাইপাস সংলগ্ন হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মী। যাদবপুরের ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে সংক্রমিতের তালিকায় মাত্র ৯৪ জন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা থাকলেও বাকিরা সকলেই বহিরাগত। অন্য রোগীরা হয় ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন, নয়তো পেয়িং গেস্ট। এছাড়াও ওয়ার্ডে যে পাঁচজন মারা গিয়েছেন তাঁর মধ্যে দু'জন স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বাকি তিনজন বহিরাগত। দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার ওয়ার্ডে সংক্রমণ ঊর্ধমুখী হওয়ায় কলকাতার নোডাল অফিসার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনিবার মুকুন্দপুর এলাকায় বিশেষ রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ইতিমধ্যেই নতুন করে ৯ জনের দেহে সংক্রমনের খবর মিলেছে। তবে কেবল ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডই শুধু নয়। সংক্রমণ ছড়িয়েছে পার্শবতী ওয়ার্ড গুলিতেও। ইতিমধ্যেই ১০১ ওয়ার্ডে ২০৯ জন, ১১০ ওয়ার্ডে ৬৬ জন, ১০০ নম্বরে ১৩৮ জন এদিন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর। তবে যে সমস্ত বাড়িতে আক্রান্ত হাসপাতালকর্মীরা আছেন সেখানে সংক্রমিতদের বাবহার্য সামগ্রী ও বর্জ্য সংগ্রহের জন্য হলুদ রঙের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে, নিয়মিত স্যানিটাইজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃতদেহের করোনা পরীক্ষার পর হল সৎকার

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : শনিবার অস্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। কিন্তু করানো আতঙ্কে দাহ না করে তড়িঘড়ি তাঁর লালারস পাঠানো হয় নমুনা পরীক্ষার জন্য। মৃত ব্যক্তির শরীরে করোনা উপসর্গ না থাকায় দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চন্দ্রকোনা ২ নং ব্লকের কুঁয়াপুর ৪ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামকুড়িয়া গ্রামের ঘটনা এটি।

জানা গিয়েছে, চন্দ্রকোনা থানার বসনছোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জামদান গ্রামের বাদল পাত্র (৫৫) নামে ওই ব্যক্তি পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী ও তিন ছেলেকে ছেড়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই ধামকুড়িয়া এসে বসবাস করতে শুরু করেন। পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রি।

ছয়ের পাতায়

৭ আগস্ট ফল প্রকাশ জয়েন্ট এন্ট্রান্সের

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মধ্যেই এবার প্রকাশিত হতে চলেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর ফলাফল। আগামী ৭ আগস্ট শুক্রবার প্রকাশিত হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর ফলাফল। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। করোনা আবহের অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল চলতি বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা।

ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ রবিবার ছিল এই বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। অন্যান্য বার এই পরীক্ষা এপ্রিল মাসের নাগাদ হলেও এবারে খানিকটা আগেই হয়ে গিয়েছিলো কারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের বাইরে চলে যায় অন্যান্য বৃত্তিমূলক পরীক্ষা দিতে সেই কারণে। এরপরে করোনা আবহ শুরু হয়ে যাওয়ায় প্রায় ছয় মাস পর প্রকাশিত হতে চলেছে ফলাফল। আগামী শুক্রবার অনলাইনে প্রকাশিত হবে ফলাফল। তবে কখন ফল প্রকাশ হবে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড নিজেদের ওয়েবসাইটে আর দু''দিনের মধ্যেই বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এদিকে বোর্ডের বেশকিছু জন আধিকারিকও করোনা আক্রান্ত বলে জানান পার্থ বাবু।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আগামী ৭ আগস্ট অনলাইনে ফল প্রকাশ করব। যতগুলি কেন্দ্র আছে সেখান থেকে ফল আপলোড বা ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে কোন রকম টাকা নেওয়া হবে না।'

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলায় হাওড়া নদিতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ছবি- নিজস্ব।

মেঘালয়ে নতুন করোনা সংক্রমিত ৩৩ জন, সক্রিয় সংখ্যা ৬৩১, সুস্থ সাত

শিলং, ১ আগস্ট (হি.স.) : নতুন করে মেঘালয়ে ৩৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এতে রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩১। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২২০ জন এবং ৫ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

নতুন আক্রান্তদের মধ্যে পূর্ব খাসিপাহাড়ে সবচেয়ে বেশি করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। পূর্ব খাসিপাহাড়ে ২৬ জন করোনা আক্রান্তের মধ্যে ৩ জন বিএসএফ ও ৮ জন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান এবং ১৫ জন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া, পশ্চিম গারোপাহাড়ে ১ জন, রি-ভই জেলায় ৩ জন, পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড়ে ১ জন, পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড়ে ১ জন এবং পশ্চিম খাসিপাহাড়ে ১ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

এদিকে, পূর্ব খাসিপাহাড়ে আজ ৭ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন বিএসএফ এবং ১ জন সাধারণ নাগরিক রয়েছেন।

করোনা আক্রান্ত পরিবারকে একঘরে করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): এবার করোনা আক্রান্ত পরিবারকে একঘরে করার অভিযোগ উঠল আট নম্বর বরোর যুব তৃনমূলের সভাপতি শান মিত্রর বিরুদ্ধে। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই যুব তৃনমূলের সভাপতি। এদিকে পুরসভার তরফ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নিগৃহীত পরিবারকে।

উত্তর কলকাতার বাগবাজারের রাজবল্লভপুর এলাকায় ২১ জুলাই এক পরিবারের বয়স্ক এক সদস্যের মৃত্যু হয়। ওই প্রবীণ সদস্যের জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থাকায় তার করণাতে মৃত্যু হয়েছে কিনা সেই নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এর পরেই ২৩ জুলাই পরিবারের বাকি ৯ জন সদস্য ৩২ হাজার টাকা খরচ করে বেসরকারি লেবোটারি থেকে করোনা পরীক্ষা করায়। সেখানে বাড়ির পাঁচজন সদস্যের নমুনা পজেটিভ আসে এবং বাকি চারজনের রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। এরপরেই করোনা পজেটিভ সদস্যরা গৃহ পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। পাশাপাশি যাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে তারা রয়েছেন পাশেই আলাদা বাড়িতে। এর মধ্যেই সপ্তাহ খানেক কেটে যাওয়ার পর বাড়ির করোনা নেগেটিভ সদস্যরা প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে দোকানে গেলে সেখানে তাদের জিনিস দেওয়া হবে না বলে মানা করে দেওয়া হয়। কারণ জানতে চাইলে দোকানদাররা জানান এলাকার যুব তৃনমূলের সভাপতি শান মিত্র তাদের ফতোয়া জারি করে ওই পরিবারকে জিনিস বিক্রি করতে বারণ করেছেন।

এরপরেই একপ্রকার বাধ্য হয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করেন তারা। সেখান থেকে ওই পরিবারকে জানানো হয় এলাকার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর কে বিষয়টি জানাতে। তার পরেও কাজ না হওয়ার কথা জানানো পুরসভা তখন পরামর্শ দেয় গোটা বিষয়টি স্থানীয় থানায় অভিযোগ হিসেবে নথিবদ্ধ করতে। ইতিমধ্যেই ওই পরিবার তাদের আইনজীবীর পরামর্শ নিচ্ছেন। বিষয়টি স্থানীয় থানায় জানাবেন কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করছেন ওই পরিবারের সদস্যরা। এদিকে এই গোটা বিষয়টি কার্যত অস্বীকার করেছেন এলাকার ওয়ার্ড কো অর্ডিনেটর পার্থ মিত্রর ছেলে তথা ওই বরোর যুব তৃণমূল সভাপতি শান মিত্র।

শান মিত্র এই প্রসঙ্গে জানান, 'করোনা আক্রান্তের পরিবারের সুস্থ এবং অসুস্থ প্রত্যেক সদস্যই হোম আইসোলেশনের নিয়ম মানছেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছেন তাঁরা। তার ফলে সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে। তাই বাড়ি থেকে অসুস্থদের বেরতে বারণ করেছিলাম। কোনওভাবেই সুস্থ সদস্যদের সেকথা বলিনি। আর তাছাড়া কোনও জিনিসের প্রয়োজন হলে আমাদের ফোন করে চাইতে বলা হয়েছে'

জয়েন্ট এন্ট্রান্সের

পাচের পাতার পর

বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছি এই বিষয়ে। অনেক আধিকারিক আক্রান্ত আছেন তাও ৭ তারিখ ফল প্রকাশ করা হবে'। পাশাপাশি এবার সমস্ত কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া অনলাইনে হবে।ফলে ছাত্র বা অভিভাবকদের কোথাও যেতে হবে না। তবে ক্লাস শুরুর বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি শিক্ষা মন্ত্রী।

পরীক্ষার পর হল সৎকার

পাচের পাতার পর

বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন। শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হলে এলাকাবাসীদের মধ্যে করোনা আতঙ্ক দানা বাধে। এরপর গ্রামবাসীরা যোগাযোগ করে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ প্রশাসনের সাথে। পুলিশ ঝুঁকি না নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে করোনা পরীক্ষার জন্য ঘাটাল হাসপাতালে পাঠায়। অবশেষে শনিবার বিকেলে আসা রিপোর্টে কোনও করোনা উপসর্গ না থাকায় দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

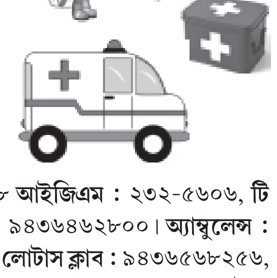

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাহাড় নিয়ে প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হঠাৎ স্থগিতের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের ডাকা বিশেষ বৈঠক স্থগিত হয়ে গেল। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছিল আগামী ৭ অগস্ট রাজ্য-কেন্দ্র ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েই আলোচনা হবে। কিন্তু শনিবার মন্ত্রক ওই বৈঠক স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই গোর্খাল্যান্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে সেরকম কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি। আপাতত গুরুং-রোশনরা পাহাড় ছাড়া। পাহাড়ের দখল বিনয় তামাংপন্থীদের হাতে। কিন্তু তাতেও পাহাড়ে বিজেপি জয় ঠেকানো যায়নি। ফলে পাহাড়ে যে বিজেপির পক্ষে হাওয়া রয়েছে তা স্পষ্ট। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এপাশে সেরকম কোনও তৎপরতা কোনও পক্ষেরই দেখা যায়নি। ফলে হঠাৎ করে সেখানে কোনও বৈঠক যে রাজ্য রাজনীতির আবহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করায় খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই গুরুং ও রোশন গিরির নামে খুনের অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি দলে এখন প্রতিপত্তি চলছে বিনয় তামাং-এর। সেই পরিস্থিতিতে এই বৈঠক হলে কী হত, তার দিকে কড়া থাকত সব পক্ষেরই। এখন দেখার এই স্থগিত হওয়া বৈঠক ফের কবে হয়। ততদিন পর্যন্ত ফের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। পিছনে অনেকেই রাজনীতিও দেখতে পান। কিন্তু সেই বৈঠক হওয়ার আগেই তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত তা স্পষ্ট করে জানায়নি মন্ত্রক।

সরকারি হাসপাতালে মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীকে বেদম প্রহারের দায়ে ৪ জনকে শাস্তি

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : মানসিক ভারসাম্যহীন এক রোগীর সঙ্গে চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবহারের দায়ে

চার নিরাপত্তারক্ষীকে চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হল। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বাবা, মায়ের সামনেই তওই রোগীকে ব্যাপক মারধর করার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালের ওই চার নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে। তার জেরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবক। অবশ্য কর্তৃপক্ষের কানে এই খবর পৌঁছতেই নেওয়া হয়েছে কড়া পদক্ষেপ। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের ভিতরে এমন অমানবিক ঘটনায় সমালোচনা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

সূত্রের খবর, মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে সপ্তর্ষিকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা, পেশায় শিক্ষক সুদীপ্ত চক্রবর্তী। সপ্তর্ষি প্রায়শই অসুস্থ হওয়ায় তিনি বরাবর এখানে আসেন চিকিৎসা করাতে। শনিবার বেলার দিকে ছেলেকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে যান সুদীপ্তবাবু ও তাঁর স্ত্রী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় না বুঝেই সপ্তর্ষি একটি কাচের টেবিলের উপর সজোরে টর্চ দিয়ে আঘাত করে। কাচ ভেঙে যায় টেবিলের। আওয়াজ শুনে অনেকে ছুটে আসেন। অভিযোগ, ওই সময় রোগীর সঙ্গে চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবহার করেন চার রক্ষী।

উদযাপিত হল ইস্টবেঙ্গলের জন্মদিন

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.) : ১০১ তম জন্মদিন পালিত হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। জন্মদিনের মতো বিশেষ দিন হলেও এই আবহেও তাঁবুতে যেন শূন্যতা। বহু বছর আই লিগ না পাওয়ার শূন্যতা। পড়শি ক্লাব এটিকে—র সঙ্গে মিশে গিয়ে আই লিগ খেললেও এবারে কার্যত সেই স্বপ্নপূরণ হচ্ছে না।

করোনা পরিস্থিতিতে অনেক সমর্থকের আশার ইচ্ছা থাকলেও ক্লাবে আসতে পারেননি। করোনার জন্য অনুষ্ঠান সূচীতে কাঁটছাট করা হয়েছিল। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতি পতাকা উত্তোলন, কেক কাটা হয়। লাল—হলুদ কেকের উপর লেখা ১০১। হাজির ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলিরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর প্রাক্তন ফুটবলাররা পতাকা উত্তোলন করেন। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বার্ষিক আলমানাকের উদ্বোধন হয়। যেখানে ক্লাবের নানা ইতিহাস, ছবি রয়েছে।

তবে, এ দিনের জন্মদিন পালন এভাবে হওয়ার কথা ছিল না। কর্তারা অনেক কিছুর পরিকল্পনা করেছিলেন। করোনার জন্য সব ভেস্তে যায়। ১৩ আগস্ট কিছু অনুষ্ঠান হওয়ার কথা।অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানায় মোহনবাগান। সবুজ—মেরুনের এক প্রতিনিধি মিষ্টি এবং ফুল নিয়ে আসেন ইস্টবেঙ্গলে। সচিব কল্যাণ মজুমদারের হাতে তুলে দেন।

ভাতারে একসঙ্গে ৫২ জনের করোনা রিপোর্ট পজেটিভ, গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন

ভাতার, ১ আগস্ট (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ব্লকে ৫২ জনের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। একসঙ্গে এতজনের পজিটিভ রিপোর্ট আসায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারাও। আক্রান্তদের মধ্যে রয়েছেন ভাতার ব্লক হাসপাতালের এক নার্স। শনিবার সকাল থেকেই ওই এলাকায় গিয়ে মানুষকে সচেতন করছে পুলিশ।

ভাতার ব্লকে যে ৫২ জনের পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হাড়গ্রাম, বামশোর, ভাটাকুল, রতনপুর, দুধবাগান, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের বাসিন্দারা। ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মণ্ডলের এক নিরাপত্তা রক্ষীও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। যদিও তাঁর শরীরে কোনও উপসর্গ ছিল না। ওই নিরাপত্তারক্ষী ভাতার বাজারে সরকারি আবাসনে থাকেন। তিনি সম্প্রতি ভাতার বাজারে রবীন্দ্রপল্লিতে ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। মালপত্র বহনের কাজে দুজন ভ্যানচালক তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরে তাদের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ভাতার গ্রামের বাসিন্দা একজনের পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। এমনিতেই হাড়গ্রাম ও বামশোর গ্রামে দেড় সপ্তাহ আগে চারজন করোনা সংক্রমিত ব্যক্তির সন্ধান মেলে। তার জেরে ওই দুটি গ্রামের শতাধিক মানুষের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট এলে দেখা দেখা যাচ্ছে ওই দুটি গ্রামের বেশ কয়েকজনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। গত দু'সপ্তাহ ধরেই জেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাতদিনের লকডাউন জারি হয়েছিল বর্ধমান সহ মেমারি, কালনা ও কাটোয়া পুর এলাকায়। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকাতেও লকডাউন করা হয়।

যুব কং-এর

তিনের পাতার পর

প্রত্যেক অপ্রাদেশিকৃত স্কুলকে তালিকাভুক্ত করে প্রাদেশিকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরও অনেক স্কুল বাদ পড়ে যায়। এগুলো আজও প্রাদেশীকরণের আওতায় আসেনি। ফলে এ সব অপ্রাদেশীকৃত স্কুলসমূহের শিক্ষক শিক্ষিকারা বর্তমানে কেমন আছেন তা ভাবলে শিহরণ জাগে। তাই তিনি অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

করোনা পরিস্থিতিতে সংকটাপন্ন অসমের ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলো, সাহায্য চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

বোকাখাত, ১ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি করোনা ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণের ফলে গোটা দেশজুড়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্কটজনক এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থ ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। একইভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্র উদ্যোগও কার্যত হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো অসমের সংবাদকর্মীরাও তীব্র আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন। সংবাদকর্মীদের বর্তমান আর্থিক সঙ্কট নিরসনে সরকারি সাহায্যের প্রাসঙ্গিকতা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব, অল আসাম জার্নালিস্ট ইউনিয়ন (আজু) সহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবাদকর্মীদের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য প্রদানের জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে অল আসাম প্রেস করেসপন্টেন্টস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বোকাখাতের প্রবীণ সাংবাদিক ভবেশ শইকিয়া সংশ্লিষ্ট দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে রাজ্যের ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জোরালো দাবিতে আজ শনিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে বোকাখাতের মহকুমাশাসকের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। বিভিন্ন দাবি সংবলিত স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতির জন্য সরকারি পঞ্জিয়নভুক্ত স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলো তীব্র অর্থ সংকটের সম্মুখীন। সমাজে ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলোর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু চরম আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে চলে আসা ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলোর বর্তমান শোচনীয় অবস্থা হয়ে উঠেছে। মহকুমা বা জেলা পর্যায়ে প্রকাশিত ওই সকল পত্রিকা যথার্থ প্রকাশ করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় সংশ্লিষ্ট মালিক ও প্রকাশকদের। তাই ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলোক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসনের তরফে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদান ও আর্থিক অনুদানের জোরালো দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অল আসাম প্রেস করেসপন্ডেন্টস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বোকাখাতের প্রবীণ সাংবাদিক ভবেশ শইকিয়া।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে ২৪ ঘন্টায় ফের রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা, ১আগস্ট(হি. স.): একদিনে আক্রান্ত ও মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। বেশ কয়েকদিন আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই হাজারের দোরগোড়ায় ছোয়ার চেষ্টা করলেও শনিবার সেই সংখ্যা একলাফে পৌঁছালো ২৫৮৯ জনে। পাশাপাশি এদিন রাজ্যে মৃত্যুও হয়েছে সর্বোচ্চ। নতুন করে ৪৮ জন মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা দুটোই এই যাবত সর্বাধিক। যদিও গতকাল পর্যন্ত রাজ্যে সর্বাধিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৬। এদিকে ২১৪৩ জন গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০, ৬৩১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২,৭৭৭জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫০,৫১৭জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬২৯জনের। ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৪১ শতাংশ।

এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে ৭১৪টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২,৩৫৩। গত ২৪ ঘন্টায় ৫৮৩জন সুস্থ হয়ে উঠছেন।

নতুন শিক্ষা নীতির তীব্র বিরোধীতা এসইউসিআই'র

আগরতলা, ১ আগষ্ট।। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধীতা করল এসইউসিআই। দলের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শিক্ষাকে সর্বাত্মক বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকিকরণ ও ধর্মীকরণ করার চেষ্টা করেছে।

এদিকে, এআইইউটিইউসির তরফ থেকে পৃথক বিবৃতিতে রেলের বেসরকারী করণ সহ রেল বিভাগের বেশ কিছু সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করা হয়েছে।

দ্বাদশ পরীক্ষায় মুঙ্গিয়াকামী স্কুলে ১০০ শতাংশ উত্তীর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ আগষ্ট।। তেলিয়ামুড়া শহরের কয়েকটি বনেদী বিদ্যালয়কে টেক্কা দিয়ে প্রত্যন্ত এলাকার একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা দ্বাদশ মানের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করল এবার। যা নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য। একদা জঙ্গিরাজের জায়গায় বর্তমানে শিক্ষার পরিবেশ। এলাকায় কচিকাঁচা কোমলমতিরা যেমন স্কুলে যেমন যাচ্ছে, তেমনি স্কুলের মধ্যে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইছে। ২০২০ ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত দ্বাদশ মানের পরীক্ষায় তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধীন মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে দশজন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল এবার। যদিও ওইসব ছাত্র ছাত্রীরা ছিল কলা বিভাগের। এবার পর্ষদ থেকে দ্বাদশ মানের ফলাফল বের হতেই দেখা যায় মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দশ জন ছাত্র ছাত্রী পাশ করেছে। মূলত, এই বিদ্যালয় থেকে একশ শতাংশ পাশ করল ছাত্র ছাত্রীরা।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। চিন্তাভাবনা বিকশিত হোক মাতৃভাষায়।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় নেশা সামগ্রীর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার জনগণ পুলিশের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

মনে হচ্ছে। তিনি জানান, আজকেই তাকে মেলাঘর সাগরমহল কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা আক্রান্ত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমি অনেকটাই সুস্থ। প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত দুই বিধায়ক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। দুজনই শাসক দলের সদস্য।

আতঙ্ক কালাইনে

পাচের পাতার পর

হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার না করা এবং সামাজিক দূরত্ব না মেনে চলাফেরার দরুন দ্রুত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে এলাকায়। গোটা পরিস্থিতিতে একদিকে বিভাগীয় নীরবতা অন্যদিকে একশ্রেণির মানুষের লাগামছাড়া চলাফেরায় সমগ্র এলাকায় গোষ্ঠী সংক্রমণের আতঙ্কে জেরবার হয়ে উঠছেন স্থানীয় জনগণ।

নেবে না সরকার

● প্রথম পাতার পর

আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

করোনার খুঁজে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় সংক্রমণের লক্ষণ রয়েছে এমন ৪,১৪৩ জন কোভিড-১৯ পরীক্ষায় রাজি হননি। এদিকে, ওই সমীক্ষায় এখন পর্যন্ত সন্ধান মিলেছে ৬৫৫ জন করোনা আক্রান্তের। আগামী এক সপ্তাহে ওই সংক্রমিতদের সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের খুঁজে বের করা হবে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় করোনা-র খুঁজে রেশন কার্ড ভিত্তিক বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে, ৯,২১,৮৯৫টি বাড়িতে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৮,৭৪,৬০৯টি বাড়ি সমীক্ষা করা হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, বাকি ৪৭,২৬৮টি বাড়িতে সমীক্ষার কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তবে অনেকেই রেশন কার্ড থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। ফলে আরও ১ লক্ষ বাড়ি ওই সমীক্ষার তালিকায় যুক্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত সমীক্ষায় করোনা-র লক্ষণ রয়েছে এমন ২৩,৮৬৯ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯,৭২৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে। তাতে, ৬৫৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ৪,১৪৩ জনের করোনা-র লক্ষণ রয়েছে। কিন্তু তারা কোভিড-১৯ পরীক্ষায় সম্মত হননি। তাই তাদেরকে আবারও পরীক্ষার জন্য বোঝানো হবে। প্রয়োজনে বার বার তাদের কাছে যাবেন সরকারি কর্মীরা এবং বুঝিয়ে পরীক্ষার জন্য রাজি করার চেষ্টা করবেন।

এদিন তিনি বলেন, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় শনাক্ত ৬৫৫ জন করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন আগামী এক সপ্তাহে তাদের খুঁজে বের করা হবে। কারণ, তাদেরও নমুনা পরীক্ষা করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁর দাবি, দেশে একমাত্র ত্রিপুরা করোনা-র খুঁজে বৃহৎ পরিসরে সমীক্ষার আয়োজন করেছে। তাতে সফলতাও আসছে।

নামাজ

● প্রথম পাতার পর

এর যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এক মহল্লার মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরিধান করে ঈদের নামাজ আদায় করেন ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলিমরা।

কিন্তু এ বছরের কুরবানী ঈদ উৎসব একটু ব্যতিক্রমী। ঈদ জাতীয় উৎসব হলেও এবছর করোনা নামক মহামারীর জন্য উৎসব একেবারে জোলসহীন। কারণ রাজ্যে করোনা আক্রান্ত এবং মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মানুষের মনে এই মুহূর্তে অজানা আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষ এই উৎসবে মেতে উঠবে না করোনা মহামারীর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এনিয়ে দিশাহীন সকল অংশের মানুষ। এরপরেও জাতীয় উৎসব হিসেবে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন মেনেই ঈদ উৎসব পালন করেন তারা। মসজিদে মসজিদে কিংবা বাড়ি বাড়ি নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে ঈদ উৎসব পালন করেন জম্পুইজলা মহকুমার প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের অন্যতম ধর্মীয় সংগঠন সর্বভারতীয় জমিয়ত উলামা হিন্দ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা জাকির হোসাইন বলেন পবিত্র ইদুজ্জোহারাজ্য তথা দেশের নিয়ে আসুক শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা পাশাপাশি বিশ্ব মহামারী কোন ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পবিত্র নামাজের পর সকলের জন্য দোয়া করা হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।

হিন্দু- মুসলিম এবং উপজাতিদের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে এই ধরনের কর্মকান্ড কোনমতেই যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আবেদন করেন তিনি। কেউ গুজব ছড়াবেন না, কেউ যাতে গুজব না ছড়াতে পারে তার প্রতিও লক্ষ্য রাখার জন্য আবেদন করেন তিনি। কুরবানীর মত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অত্যন্ত সচেতনতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। উৎসবের মধ্য দিয়ে এমন কোন কাজ যাতে প্রকাশ না পায় যার কারণে অন্যান্য ভাইয়েরা কষ্ট পাবে তা কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় হবে না বলে মনে করেন তিনি। বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রাজ্য, রাষ্ট্র এবং সারা পৃথিবীর মানুষ যাতে মুক্তি লাভ করে তার জন্য নামাজের পরে প্রত্যেকেই দোয়া করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি। এদিকে পবিত্র ইদুজ্জোহা উপলক্ষে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক তথা জম্পুইজলা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মালম্বীদের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন।

আর্তনাদ

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারের অবস্থা নরক গুলজারে পরিণত হয়েছে। তিনি ওই সেন্টারের বিভিন্ন অংশ ক্যামেরা বন্দি করে বলেন, করোনা আক্রান্তদের এই নোংরা পরিবেশে থাকতে হচ্ছে।

এদিন তিনি কোভিড কেয়ার সেন্টারের নোংরা পরিবেশের কারণে নিজেকে চরম অসুরক্ষিত বলে মনে করছেন। সাত মাসের অন্তঃসত্বা মহিলার এমন পরিবেশে থাকা শুধু কষ্টকর নয় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলেও তিনি দাবি করেছেন। তার গর্ভস্থ সন্তানের চিন্তায় এদিন তিনি ফেইসবুক লাইভেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমস্ত কিছুর বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে কোভিড কেয়ার সেন্টারে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

এবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক পদস্থ আধিকারীক বলেন, ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারের ওই অভিযোগ প্রশাসনের নজরে এসেছে। শীঘ্রই প্রশাসনিক ভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ওই কোভিড কেয়ার সেন্টার নিয়ে ইতিপূর্বেও একাধিক বার অভিযোগ উঠেছে। নোংরা পরিবেশের অভিযোগ সম্পর্কে ওই আধিকারীকের মন্তব্য, সাফাই কর্মীরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কোভিড কেয়ার সেন্টারের সমস্ত নোংরা আবর্জনা তাদের পরিষ্কার করা উচিত ছিল। তবে, আমাদের ভাবতে হবে তারাও করোনার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দেশজুড়ে পূর্ণ-বাস্তবায়নের জন্য ২০২৫-এ স্পর্শ করবে।

তিনি বলেন, স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে, এই নীতিমালার মাধ্যমে চারটি পর্যায় ৫+৩ +৩ +৪ (ফাউন্ডেশন স্টেজ, প্রিপারেটরি স্টেজ, মিডিল স্টেজ এবং সেকেন্ডারি স্তর) গৃহীত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা খাতে, এই নীতিমালার মাধ্যমে চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু করা হবে। যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতি বছর সমাপ্ত হওয়ার পরে একটি শংসাপত্র পাবেন। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, নতুন শিক্ষা নীতির ফলে সিলেবাসের চাপ হ্রাস পাবে, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের কোনও বিভাগ থাকবে না। কলেজগুলি ১৫ বছর শেষ হওয়ার পরে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

স্নান

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দমকল কর্মীর কথায়, বৃষ্টির কারণে হাওড়া নদীতে জল প্রচণ্ড বেড়েছে। সাথে স্রোত সাংঘাতিক হওয়ায় ডুব দিয়ে উঠতে পারেননি ওই বৃদ্ধ। তিনি জানান, এনডিআরএফ-কে খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের ডুবুরিরা নদীতে তল্লাশি শুরু করেছেন। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে, খবর দেওয়া সত্ত্বেও এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা অনেকটা দেরিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বলে স্থানীয় জনগণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সংবাদকর্মীও

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। রাজ্যের সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের করোনা পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে আগামীকাল রবিবার সাংবাদিকদের করোনা পরীক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। সকাল এগরাটায় আগরতলা প্রেসক্লাবে এই করোনা পরক্ষী শিবির হবে। তাছাড়া আগরতলা প্রেসক্লাবকে সেনিটাইজ করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

াঙ্গন

দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও ফিফটি ক্যাম্ফারের

সাউদাম্পটনে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ২১৩ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড। সিরিজে টিকে থাকার লড়াইয়ে পুরো ৫০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে ২১২ রান করেছে আইরিশরা। সর্বোচ্চ ৬৮ রান ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলা কার্টিস ক্যাম্ফারের।প্রথম ওয়ানডেতে আইরিশরা ২৮ রানের প্রথম ৫ উইকেট খোয়ানোর পর উইকেটে এসেছিলেন ক্যাম্ফার। আয়ারল্যান্ড যখন ১৭২ রানে অলআউট হলো ওয়ানডে অভিষিক্ত ক্যাম্ফার অপরাজিত ৫৯ রানে। আন্দ্রে বোথা ও এউইন মরগানের পর মাত্র তৃতীয় আইরিশ হিসেবে ওয়ানডে অভিষেকে ফিফটি পেয়েছিলেন ২১ বছর বয়সী অলরাউন্ডার।সেই ক্যাম্ফার আজ ‘প্রথম’ হয়ে গেলেন। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম দুই ম্যাচেই ফিফটি পাওয়া প্রথম আইরিশ খেলোয়াড় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে জন্ম নেওয়া ক্যাম্ফার।ক্যাম্ফার আজ ব্যাটিংয়ে আসেন আয়ারল্যান্ড ৭৮ রানে ৫ উইকেট খোয়ানোর পর। দলের রানটা ৯১ হতেই ক্যাম্ফারকে রেখে আউট লোরকান টাকার। টাকারকে আউট করে পঞ্চম ইংলিশ বোলার হিসেবে ওয়ানডেতে ১৫০তম উইকেট পেয়ে যান আদিল রশিদ।ক্যাম্ফার এরপর সিমি সিংকে নিয়ে সপ্তম উইকেটে ৬০ রান ও অষ্টম উইকেটে অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনকে নিয়ে ৫৬ রান যোগ করে দলের রানটাকে ২০০ ওপরে নিয়ে যান। ৪৯তম ওভারে পেসার সাকিব মেহমুদের বলে রশিদের হাতে ক্যাচ হওয়া ক্যাম্ফার করেছেন ৬৮। ৮৭ বলে ৮টি চারে এই রান করছেন তিনি।৩৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে লেগ স্পিনার রশিদই ইংল্যান্ডের সেরা বোলার। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত রশিদের আগে ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডে ১৫০-এর বেশি উইকেট পেয়েছেন জেমস অ্যান্ডারসন (২৬৯), ড্যারেন গফ (২৩৪), স্টুয়ার্ট ব্রড (১৭৮) ও অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ (১৬৮)।

ওয়াহাবকে স্লেজিং করেই সেদিন ভুলটা করেছিলেন ওয়াটসন

সম্ভবত ওয়াহাব রিয়াজের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে প্রশংসিত মুহূর্ত সেটি। শেন ওয়াটসনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তগুলোর একটি। কোন মুহূর্তের কথা বলা হচ্ছে, তা বুঝে নিতে ক্রিকেটপ্রেমীদের মোটেও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ২০১৫ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়াটসনকে একের পর এক বাউন্সারে ওয়াহাবের অসহায় করে রাখা ওই বিধ্বংসী স্পেল !এত দিন পর এসেও সেই স্পেলের কথা ভুলতে পারছেন না শেন ওয়াটসন। ইনস্টাগ্রামে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার বললেন, ওই ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় ওয়াহাবকে স্লেজিং করেই ভুলটা করেছিলেন তিনি। ওয়াহাব যে এত জোরে বল করতে পারেন, সেটিও নাকি এর আগে বুঝতে পারেননি।পাকিস্তানের ২১৩ রানের জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে সেদিন অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা বেশ নড়বড়েই হয়েছিল। ৫৯ রানের মধ্যে ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যারন ফিঞ্চ ও অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ককে হারায় অস্ট্রেলিয়া। ওয়ার্নার ও ক্লার্ক দুজনকেই আউট করেন ওয়াহাব। ১১তম ওভারে ওয়াহাবের সে রাতের বোলিংয়ের বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠা বাউন্সারে ক্লার্ক ফিরতেই ক্রিজে আসেন ওয়াটসন। এসেই সামনে পড়েন ওয়াহাবের বাউন্সার-বানের সামনে।ওয়াহাবের এরপরের চারটি ওভার যেন ওয়াটসনের জন্য ছিল বিষময়। এর মধ্যে একবার ফাইন লেগে ওয়াটসনের ক্যাচও পড়েছে। এত দিন পর ইনস্টাগ্রাম লাইভে প্রশ্নোত্তর পর্বে ওয়াটসন স্বীকার করলেন, ওই চার ওভার তাঁর জন্য ‘অনেক অস্বস্তির’ হলেও পেছন ফিরে দেখলে ওই মুহূর্তটা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম প্রিয় মুহূর্তই মনে হয়।‘আমার ক্যারিয়ারের অনেক বিশেষ মুহূর্তগুলোর একটি ছিল সেটি। যদিও সে সময়ে অতটা উপভোগ্য মনে হচ্ছিল না। তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওই কোয়ার্টার ফাইনালটাতে ফিরে দেখলে ভালোই লাগে...ওয়াহাব যেভাবে খ্যাপাটে হয়ে উঠেছিল, বাউন্সারে বাউন্সারে আমার জান শেষ করে দিচ্ছিল। দারুণ নিখুঁত বোলিং করছিল ও। আমাকে টানা বাউন্সার দিয়ে যাচ্ছিল’ইনস্টাগ্রাম লাইভে বলেছেন ওয়াটসন।ওয়াহাবের অমন খ্যাপাটে হয়ে ওঠার পেছনে নিজের একটা স্লেজিংয়ের দায়ও দেখেন ওয়াটসন, ‘ওয়াহাব যে এত জোরে বল করতে পারে, সেটা আমি ভাবিইনি। আমার বোকামি বা সরলতা বলতে পারেন সেটিকে। (পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সময়) ওকে আমি কিছু একটা বলেছিলাম। ও মিচেল স্টার্কের একের পর বলে ব্যাট চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একটাও ব্যাটে লাগাতে পারছিল না। আমি তখন ওর পাশ দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার সময় বললাম, “তোমার ব্যাটে কি ছিদ্র আছে? একটা বলও তো ব্যাটে লাগাতে পারছ না!”

আমি তখন বুঝতেই পারিনি ও এত জোরে বল করতে পারে, এরপর আমি যখন ব্যাটিংয়ে নেমেছিলাম, ও আমার জান খেয়ে ফেলেছে!’সে সময় অসহায় অবস্থায় থাকলেও এখন মুহূর্তটার স্মৃতি ওয়াটসনকে আনন্দই দেয়, ‘মুহূর্তটায় পেছন ফিরে দেখলে, এমন বিশেষ মুহূর্তটার যে অংশ হতে পেরেছি, তাতেই ভালো লাগে। তখন যদিও অনেক অস্বস্তিতে ছিলাম। ও আমার ওপর চেপে বসেছিল। ফাইন লেগে ক্যাচ দিয়েও বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ভালো হয়েছে।’ওয়াটসনের স্মৃতিতে ঘটনাটা বিশেষ হয়ে আছে হয়তো সেটির সমাপ্তির জন্যই। অমন চাপ সয়ে নিয়েও শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ৬৪ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলেছেন ওয়াটসন, অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটে জিতিয়েই মাঠ ছেড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তো ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পঞ্চম বিশ্বকাপও জেতে অস্ট্রেলিয়া।

ফ্রান্সে চারে চার, নেইমারদের চোখে এখন শুধুই চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফ্রান্সের ঘরোয়া কোনো শিরোপা পিএসজি না জেতাই তো অঘটন। সেই ২০১১ সালে কাতারি মালিকানায় আসার পর থেকেই তো হাতেগোনা দু-একবার বাদ দিলে ফ্রান্সের ঘরোয়া সব ট্রফিই গেছে পিএসজির ক্যাবিনেটে। এই মৌসুমে দাপটটা একেবারে পরিপূর্ণ হলো। ঘরোয়া চার শিরোপার চারটিই জয় কাল নিশ্চিত করেছে পিএসজি।স্তাদ দো ফ্রান্সে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় শেষে গোলশূন্য ম্যাচে অলিম্পিক লিওঁকে টাইব্রেকারে ৬-৫ ব্যবধানে হারিয়ে কাল ক্যুপ দো লা লিগ (লিগ কাপ) জিতেছে পিএসজি। করোনাভাইরাসের কারণে আগেভাগেই শেষ টেনে দেওয়া লিগে অনেক এগিয়ে থাকা পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে ফরাসি লিগ কর্তৃপক্ষ, এর বাইরে এই মৌসুমে ত্রফি দে শাম্পিওন জিতেছে পিএসজি, গত সপ্তাহেই জিতেছে ক্যুপ দো ফ্রান্স (ফ্রেঞ্চ কাপ)। এবার চারে চার তো হলো, নেইমার-এমবাপ্পেদের চোখ এখন ফ্রান্স ছাড়িয়ে ইউরোপ জয়ের। করোনা বিরতি কাটিয়ে আর কদিন পরই যে মাঠে ফিরছে চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি অংশ! আর অধরা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাই যে পিএসজির সবচেয়ে বড় স্বপ্ন, তা তো বলে দিতে হয় না!কাতারি মালিকানায় আসার পর থেকে ফ্রান্সে দাপট প্রতিষ্ঠা করা গেলেও ইউরোপে আলো ছড়াতে পারেনি পিএসজি। ইউরোপে কূলীনদের সারিতে নাম লেখানোর স্বপ্নে ব্যাকুল পিএসজি দুই মৌসুম আগে তাই ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো দলবদলের বিশ্বরেকর্ড গড়ে নিয়ে আসে নেইমারকে, একই সঙ্গে ১৮ কোটিতে নিয়ে আসে কিলিয়ান এমবাপ্পেকেও। তাতেও এতদিন লাভ হয়নি। গত দুই মৌসুমই শেষ ষোলোতে বাদ পড়েছে পিএসজি। সেটির পেছনে অবশ্য দুই মৌসুমে চোটে পড়ে নেইমারের মাঠের বাইরে থাকা একটা বড় কারণ ছিল।এবার নেইমার এখন পর্যন্ত সুস্থ, ফিট। যদিও গত সপ্তাহে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে সেঁত এতিয়েনের অধিনায়ক লইক পেরিনের বাজে ট্যাকলে অ্যাঙ্কেলে মোচড় নিয়ে মাঠ ছাড়েন এমবাপ্পে। তাঁর চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা-না খেলা সংশয়ে। তবে তিন মৌসুম পর চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা পিএসজি স্বপ্ন দেখে। এবার করোনার কারণে চ্যাম্পিয়নস লিগের সূচিই বদলে গেছে। দুই লেগের বদলে কোয়ার্টার ও সেমিফাইনাল হবে এক লেগের, কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে টুর্নামেন্টের বাকি সব ম্যাচ হবে পর্তুগালের লিসবনে। ১২ আগস্ট কোয়ার্টার ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগে এসে দারুণ চমক দেখাতে থাকা আতালান্তা।সেদিকেই এখন চোখ পিএসজির। কাল লিওঁর বিপক্ষে টাইব্রেকারে দলের ষষ্ঠ শট জালে জড়িয়ে পিএসজির জয় নিশ্চিত করা পাবলো সারাবিয়াও ম্যাচের পর বললেন, ”অনেক কঠিন একটা ম্যাচ ছিল। এটা সত্যি আমরা মৌসুমে চারটি শিরোপা জিতেছি। চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের আগে ভালো ছন্দে থাকা আর আত্মবিশ্বাস পেতে এই জয়গুলো জরুরি ছিল। দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। এখন আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচের আগে আমরা শারীরিকভাবে সেরা অবস্থায় থাকি।”শিরোপা জয় আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে, তবে গত দুই সপ্তাহের পারফরম্যান্স পিএসজিকে কতটা আত্মবিশ্বাস জোগাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। আতালান্তা যেখানে করোনা বিরতির পর ফিরে ইতালিয়ান লিগে ১২ ম্যাচে ২৮ গোল করেছে, পিএসজি হাঁটছে উল্টো পথে। প্রস্তুতি ম্যাচে গোলের বান নামালেও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এসে অনেকটাই ধারহীন। গত সপ্তাহে ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনাল জিতেছিল ১-০ গোলে, কাল তো ১২০ মিনিট শেষেও গোলহীন।নেইমার ও অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া গোলের সুযোগ হারিয়েছেন, নেইমারের ফ্রি-কিক একবার দারুণভাবে ফিরিয়েছেন লিওঁ গোলকিপার লোপেস। প্রথমার্ধে ইদ্রিসা গানা গেয়ের শটও দারুণভাবে ফিরিয়েছেন লোপেস, নেইমারের একটা হেডও সেভ করেছেন দারুণভাবে। দুদলের হাতেগোনা সুযোগ তৈরি করার ম্যাচে লিওঁ-ও যে একেবারেই সুযোগ পায়নি, তা নয়। লিওঁ মিডফিল্ডার হুসাম আউয়ার দারুণ সুযোগ হারিয়েছেন, প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জ্যাসন ডেনায়েরের শট গেছে জাল ঘেঁষে। ১১৯ মিনিটে লিওঁর রাফায়েল লাল কার্ড দেখেছেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে একজন থাকা-না থাকার প্রভাব পড়ার মতো সময় আর নেই।শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে হলো নিষ্পত্তি, তাতে পিএসজির ছয় শটের প্রতিটিই গেছে জালে, লিওঁর হয়ে ষষ্ঠ শটটি জালে জড়াতে ব্যর্থ বার্তান্দ ত্রায়োরে। পিএসজির হয়ে একে একে শট জালে জড়িয়েছেন অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া, মার্কো ভেরাত্তি, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, অ্যান্ডার হেরেরা, নেইমার ও সারাবিয়া।পিএসজির এই গোল না পাওয়া চ্যাম্পিয়নস লিগে ভোগাবে কি না, তা সময়ই বলবে। সেটির উত্তর হয়তো এমবাপ্পের খেলা-না খেলার ওপরও অনেক নির্ভর করে। আতালান্তার বিপক্ষে এমবাপ্পেকে পাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য অল্প হলেও আশাবাদী হতেই পারেন পিএসজি সমর্থকেরা।

ইম্মোবিলে, সোনার বুট ও বিতর্কিত ইতিহাস

নিশ্চিত হয়ে গেল ১৩ বছর পর কোনো ইতালিয়ান পাচ্ছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু বা সোনার জুতো। সিরি ‘আ’র ৩৭ তম রাউন্ডে ৩৫ তম গোল করে বায়ার্ন মিউনিখের রবার্ট লেভানডফস্কিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলে। ইতালিয়ান স্ট্রাইকারকে টপকানোর গাণিতিক সম্ভাবনা ছিল শুধু জুভেন্টাসের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। কিন্তু চার গোলে পিছিয়ে থাকা পর্তুগিজ মহাতারকাকে আজ রোমার বিপক্ষে লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই ম্যাচ হাতে রেখে লিগ জেতা জুভ। কোচ মরিসিও সারি ২৪ জনের দলেই রাখেননি সিআর সেভেনকে।ইম্মোবিলের আগে সর্বশেষ ইতালিয়ান হিসেবে গোল্ডেন শু জিতেছিলেন ফ্রান্সেসকো টট্টি। ২০০৬-০৭ মৌসুমে ২৬ গোল করেছিলেন রোমার ‘সম্রাট’। ঠিক আগের মৌসুমেও ইতালিয়ানদের হাতে ওঠে গোল্ডেন শু। ফিওরেন্তিনার লুকা টনি ৩১ গোল করে পান তা। ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে চালু হওয়া গোল্ডেন শু জেতা ইতালিয়ান এই তিনজনই। টট্টি জেতার পরে সর্বশেষ ১৩ মৌসুমে লিওনেল মেসি (৬) ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোরা (৪) মিলেই জিতেছেন ১০ বার।এখন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু দেওয়া হয় লিগের মান ভিত্তিতে দেওয়া পয়েন্টের হিসেবে। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোতে প্রতিটি গোলের জন্য ২ পয়েন্ট, অন্য লিগগুলোতে কোনোটির গোলপ্রতি পয়েন্ট ১.৫, কোনোটির ১।এক সময় অবশ্য পয়েন্টের কোনো হিসাবনিকাশ ছিল না। পুরো ইউরোপে সবচেয়ে বেশি গোল করার হাতেই উঠত গোল্ডেন শু। বেশ কিছু বিতর্কের পর পরিবর্তন আসে নিয়মে, আসে পয়েন্ট পদ্ধতি। এই পরিবর্তনে বড় দায় রোমানিয়া ও সাইপ্রাসের।লিগ জেতার জন্য কিংবা অবনমন বাঁচাতে বিশ্বের নানা প্রান্তে অনেক দলই পাতানো ম্যাচের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সর্বোচ্চ গোলদাতা হতেও যে পাতানো ম্যাচের আয়োজন করা যায় সেটির প্রমাণ দিয়েছিল ইউরোপিয়ান দেশ রোমানিয়া। ১৯৮৭ সালে নিজেদের লিগের এক খেলোয়াড়কে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু পাইয়ে দিতে রীতিমতো ঘটা করে পাতানো ম্যাচের আয়োজন করেছিল রোমানিয়ান ফুটবল কর্তারা।চার বছর পর আরেক কাণ্ড করে সাইপ্রাসের ফুটবল ফেডারেশন। তাঁরা দাবি করে তাঁদের এক খেলোয়াড় ৪০ গোল করেছে। তাই গোল্ডেন শুটা সেই খেলোয়াড়কেই দেওয়া উচিত। কিন্তু সাইপ্রাস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের আনুষ্ঠানিক তালিকায় আবার দেখায় ওই মৌসুমে লিগে কোনো খেলোয়াড় ১৯ গোলের বেশি করেননি। এই ঝামেলা মেটাতে না পেরে স্থগিতই করে দেওয়া হয়েছিল সেই মৌসুমের গোল্ডেন শু। ১৫ বছর পর মেটে ওই ঝামেলা। অনেক গবেষণার পর রেড স্টার বেলগ্রেডের দারকো পানচেভকে দেওয়া হয় ১৯৯০-৯১ মৌসুমের ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি। ৩৪ গোল করেছিলেন সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও মেসিডোনিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা পানচেভ।সাইপ্রিয়টদের ওই কাণ্ডের পর একরকম বাধ্য হয়েই টানা ছয় মৌসুম কাউকে গোল্ডেন শু দেয়নি আয়োজক ফরাসি পত্রিকা লে’কিপ। লে’কিপ এরপর সরেই দাঁড়ায় আয়োজন থেকে। নিয়মকানুন পরিবর্তন করে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু দেওয়ার দায়িত্ব নেয় ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়া।১৯৮৬-৮৭ মৌসুমের অস্ট্রিয়ান বুন্দেসলিগাটা যখন শেষ হলো ৩৮ গোল করে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন অস্ট্রিয়া ভিয়েন ক্লাবের তারকা টনি পোলস্টার। পোলস্টার লিগে শেষ ম্যাচটা খেলার সময় রোমানিয়ান ক্লাব দিনামো বুখারেস্টের স্ট্রাইকার রোদিওন কামাতারুর গোল ছিল ২৬ টি, তবে হাতে ম্যাচ ছিল ৬ টি।

শনিবার লকডাউনের দিনেও লেইক চৌমুহনী বাজারে জনতার উপচে পড়া ভিড়। ছবি- পিআইবি।

দক্ষিণ মুম্বইয়ে বেসরকারি হাসপাতালে আগুন, হতাহতের খবর নেই

মুম্বই, ১ আগস্ট (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। শুক্রবার রাতে আগুন লাগে দক্ষিণ মুম্বইয়ের গ্র্যান্ট রোড এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে। রাত ১১.৪৪ মিনিট নাগাদ খেতওয়াড়ি ব্যাক রোডে অবস্থিত রিলায়েন্স হাসপাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আগুন লাগে।

দমকল সূত্রের খবর, হাসপাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত রান্নাঘরে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ''টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় দেড় ঘন্টার প্রচেষ্টায় রাত একটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১০ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৬৯০ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৪২,৬৪৬

জয়পুর, ১ আগস্ট (হি.স.): কোনওভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না, রাজস্থানে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৫৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নতুন করে ৫৬৩ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪২,৬৪৬। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৫৬৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১৩২ জন।

আক্রান্ত ৫৬৩ জনের মধ্যে আজমের-এ ৩২ জন, আলওয়ারে ১০৫ জন, বন্সওয়াড়ায় ১৯ জন, বরণে একজন, বারমের-এ ৫৯ জন, ভিলওয়ারে ২৫ জন, বিকানের-এ ৪৮ জন, চিত্তোরগড়ে ১৪ জন, দৌসায় ৮ জন, গঙ্গানগরে ১৫ জন, হনুমানগড়ে একজন, জয়পুরে ৯৭ জন, জালোরে ৩০ জন, ঝালাওয়ারে ১৬ জন, ঝুনঝুনুতে ৭ জন, কোটায় ৬৩ জন, নাগাউরে ১৬ জন, সওয়াই মাধপুরে ৪ জন এবং টোঙ্ক জেলায় ৩ সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২,৬৪৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৯,৯৭৭ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১১,৯৭৯ এবং নতুন করে ১০ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৯০ জনের।

এক লক্ষ টাকা পেয়ে ফেরত দিয়ে সততার নজির রাখলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। কৈলাসহরে এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এক লক্ষ টাকা পেয়ে ফেরত দিয়ে সততার অনন্য নজির গড়লেন। বিশিষ্ট নাগরিক ও অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকের নাম শংকর হালদার। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কৈলাশহর এর এক আইনজীবী প্রদীপ কুমার দেব ব্যাংক থেকে১ লক্ষ টাকা তুলে বাড়িতে ফিরছিলেন। পাঁচশত টাকার দুটি বান্ডেলে মোট এক লক্ষ টাকা ছিল। কৈলাশহর বাজারের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কোন সময় তার হাত থেকে টাকার ব্যাগটি পড়ে যায় তা তিনি বুঝতে পারেননি। একলক্ষ টাকা সহ হারিয়ে যাওয়া টাকার ব্যাগটি পান বিশিষ্ট নাগরিক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর হালদার। এদিকে এক লক্ষ টাকা হারিয়ে রীতিমত দিশেহারা আজ বি দিপক কুমার দেব।এক লক্ষ টাকা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মাইক যোগে প্রচার করে কোন সহৃদয় ব্যক্তি টাকা পেয়ে ফেরত দিলে কৃতজ্ঞ থাকবেন বলে প্রচার করেন। এরইমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর হালদার এক লক্ষ টাকা সহ ব্যক্তি নিয়ে কৈলাসহর থানায় উপস্থিত হন। কৈলাশহর থানার ওসি পার্থ মুন্ডার কাছে টাকার ব্যাগটি তুলে দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ সাপেক্ষে টাকাসহ টাকার ব্যাগটি ফেরত দিতে অনুরোধ জানান। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাশহর থানা থেকে খবর দেওয়া হয় আইনজীবী প্রদীপ কুমার দেবকে। প্রদীপ বাবু জানান ব্যাংক থেকে নিজের প্রয়োজনে এক লক্ষ টাকা তুলে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই কৈলাসহরে টাকার ব্যাগটি হাত থেকে পড়ে যায়। প্রদীপ বাবার বাবুর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে টাকা হুবহু মিলে যায়। টাকাগুলো আইনজীবী প্রদীপ কুমার দেব এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। টাকা ফেরত পেয়ে খুশিতে আপ্লুত আইনজীবী প্রদীপ কুমার দেব।

সমাজে এখনো যে মানবদরদী এবং সৎ মানুষ রয়েছেন এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণ করলেন প্রাক্তন শিক্ষক তথা কৈলাশহর এর বিশিষ্ট নাগরিক শংকর হালদার। শংকর বাবুর এই মানসিকতার ভুয়সি প্রশংসা করেছেন কৈলাশহর এর আপামর জনগণ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিশিষ্ট নাগরিক তথা কৈলাশহর এর প্রাক্তন শিক্ষক শংকর হালদার এর আগেও বহু সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। এক লক্ষ টাকা পেয়ে ফেরত দিয়ে প্রাক্তন শিক্ষক শংকর হালদার আত্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সৎ মানসিকতাই মনুষ্যত্বের পরিচয়।

গর্ভবতী মহিলাকে ভর্তি করেনি হাসপাতাল, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি মেঘালয় সরকারের

শিলং, ১ আগস্ট (হি.স.) : করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে আগত অজুহাতে জনৈক গর্ভবতী মহিলাকে ভর্তি না করায় এবং পরবর্তীতে বিধায়কের হস্তক্ষেপেও ভরতি করা সম্ভব হলেও নবজাতককে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় মেঘালয় সরকার শিলঙের বেসরকারি গণেশ দাস হাসপাতালকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এএল হেক বলেন, হাসপাতাল সুপারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে নির্দেশ দিতে বলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হেক বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাসপাতালের এ ধরনের আচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। তাই তাদের নোটিশের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছি। তাদের জবাবের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আইসোলেশন ওয়ার্ডে রুম খালি নেই, তাই একজন গর্ভবতী মহিলাকে ভরতি করেনি গণেশ দাস হাসপাতাল। তাঁর মতে, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে আগত রোগীদের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

প্রসঙ্গত, গর্ভবতী মহিলাকে ভরতি না করে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মেঘালয়ে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধেছে। চারিদিকে নিন্দার ঝড় বইছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল, হাসপাতালের অমানবিক আচরণে একটি শিশু পৃথিবীর আলো দেখতে পারল না।

বাড়ছে করোনা-টেস্ট, ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৫.২৫ লক্ষেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ স্যাম্পেল পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫.২৫ লক্ষের বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (শুক্রবার সারা দিনে) ৫,২৫,০০০-রও বেশি কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৫,২৫, ৬৮৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

করোনা-সংক্রমণকে টেক্কা দিতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৩১ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৯৩,৫৮, ৬৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৩২ জুলাই ৫,২৫, ৬৮৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পানিসাগরে বিস্তর পরিমানে বিলেতী মদ বাজেয়প্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। শনিবার সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানা এলাকার চামটিলায় একটি বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে পানিসাগর থানার পুলিশ শনিবার সকালে পানিসাগর থানা এলাকার চামটিলায় গণেশ নাথের বাড়িতে হানা দেয় পানিসাগর থানার পুলিশ।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে খবর ছিল গণেশ নাথের বাড়িতে বেআইনিভাবে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ মজুদ রাখা হয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তার বাড়িতে হানা দেন। সাত সকালে বাড়িটি কটন করে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন ওই বাড়ি থেকে ৪০ কার্টন বিলেতি মদ উদ্ধার হয়েছে। মদ গুলি মেঘালয় এ তৈরি বলেও তিনি জানিয়েছেন। মদের বাজার মূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা। এব্যাপারে বাড়ির মালিক গনেশ নাথের বিরুদ্ধে পানিসাগর থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। পাঁচ লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক গনেশ নাথকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করে গণেশ নাথ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য পানিসাগর থানার পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেআইনিভাবে মজুদ রাখা বিলেতি মদ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কুমারঘাটে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগ নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। কুমারঘাটের রাধানগর গাঁওসভার ৬ নং ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সহায়িকা নিয়োগকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ চরণ আকার ধারণ করেছে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে কর্মকর্তারা ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। স্থানীয় একজন সহয়িকা হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

নদীতে বিষ ঢেলে মাছ শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বিশালগড় এর বিজয় নদীতে বিষ ঢেলে মাছ মেরে ফেলার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটি দুষ্টচক্র কয়েকদিন পরপরই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছেন। বিষ ঢেলে মাছ ধরে নেওয়ার জন্যই এ ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে এই দুষ্ট চক্রটি। এর ফলে বিজয় নদীতে প্রচুর মাছ মরে ভেসে উঠেছে। এ ধরনের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক। নদীতে ভেসে ওঠা এসব বিষাক্ত মাছ খেয়ে অনেক মানুষজন অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাজারগুলিতে এসব মাছ বিক্রির জন্য নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। নদীতে বিষ ঢালার ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা।এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি উঠেছে।

ব্রহ্মাবাড়িতে যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। উদয়পুরের ব্রম্মাবাড়িতে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা সংকট জনক বলে জানা গেছে। ট্রাক চালকের অসাবধানতা কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে রাধা কিশোরপুর থানা একটি মামলা গৃহিত হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১০৩ জন পুলিশ কর্মীর, সুস্থতার সংখ্যা ৭,৪১৪

মুম্বই, ১ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। ২৪ ঘন্টায় আরও একজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০৩ জন পুলিশ কর্মীর। শনিবার, ১ আগস্ট পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ৯,৪৪৯ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭,৪১৪ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৯৩২ জন।

শনিবার মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ১০৩ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭,৪১৪ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ১,৯৩২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৩২ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে একজন পুলিশ কর্মীর।

বাইখোরায় আগুনে ভষ্মিভূত শ্রমিকের ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরার রাম ঠাকুর ইট ভাট্টায় গতকাল রাতে অগ্নিকাণ্ডে এক শ্রমিক ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ফলে পরিবারটি অসহায় হয়ে গেছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আপতকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য ইটভাট্টা মালিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

করোনা-আক্রান্ত কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মা, চিকিৎসাধীন চিরায়ু হাসপাতালে

ভোপাল, ১ আগস্ট (হি.স.): এবার মারণ করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের বিধায়ক পি সি শর্মা। শনিবার টুইট করে পি সি শর্মা নিজেই করোনাভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন। কোভিড-১৯ সংক্রমিত পি সি শর্মা এই মুহূর্তে চিরায়ু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পি সি শর্মা টুইটারে লিখেছেন, আমি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত। সুস্থ আছি এবং চিরায়ু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছি। আমার সঙ্গে যাঁরা দেখা করেছিলেন অথবা সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ টেস্ট করান এবং কোয়ারেন্টিনে থাকুন। ধন্যবাদ।" ভোপাল দক্ষিণ-পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পি সি শর্মা মধ্যপ্রদেশের ১৪ তম বিধানসভার সদস্য।

দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক জিবিতে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগষ্ট।। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক সুজিত দে শুক্রবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাঁকে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চিকিৎসাধীন সুজিত দেকে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নিয়েছেন। অন্যদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত সুজিত দেকে দেখে আসেন।

এদিকে, সাংবাদিক সুজিত দে দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুঁটে যান রাজ্যের সাংবাদিকরাও। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেস ক্লাব আহত সাংবাদিকের দ্রুত আরোগ কামনা করছে।

চড়িলাম থেকে আড়ালিয়া যাওয়ার রাস্তার বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ আগস্ট।। চড়িলাম-আড়ালিয়া যাওয়ার একমাত্র গ্রামীণ সড়কের পাশে আবর্জনা ও ড্রেন এর উপর যে সমস্ত স্লেপগুলি এলোমেলো অবস্থায় থাকায় এবং বেহাল অবস্থার কারণে নিত্য পথচারী থেকে শুরু করে সমস্ত যানবাহন কারি চালকরা যেতে পারছেন না। রাস্তার বেহাল দশার কারণে রোডের পাশে যেদিন ড্রেনের কাজ করা হয়েছিল সেই ড্রেন পরিস্কার করে আবর্জনা গুলি আড়ালিয়া যাওয়ার রাস্তাটি উপর ফেলে রাখে।এলোমেলো অবস্থায় ফেলে রাখে তাতে ছোট বড় সব ধরনের গাড়ি এবং বাইক চালক সহ সমস্ত আড়ালিয়াবাসী রাস্তার বেহাল দশার কারনে প্রায় এক কিলোমিটার ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রশাসনিক স্তরে বহুবার জানানো হয়েছে বলে এলাকাবাসীরা জানান।জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই উত্তর চড়িলাম এবং আড়ালিয়া সমস্ত জনগণ এই রাস্তাটি দ্রুত সারাই করার জন্য পদক্ষেপ নিতে দাবী করেন।অন্যথায় আগামী দিন যদি রাস্তা সারাই না করা হয় তাহলে ডিএম এবং ভিডিও দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ আড়ালিয়াবাসী। রাস্তাটি সারাইয়ের জন্য প্রশাসনিক স্তরে যেন এর ব্যবস্থা করেন।

আমবাসায় মোবাইল ফোনের দোকানে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ধলাই জেলার আমবাসায় মোবাইল ফোনের দোকানে দরজা ভেঙ্গে চুরির চেষ্টা করে চোরের দল। গভীর রাতে দোকানে তালা ভাঙ্গার শব্দ শুনে বাড়ির মালিক বেরিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় দোকানের মালিককেও। ঘটনার সময় আমবাসা বাজারে পুলিশের পাহারাও ছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে পুলিশ ছুটে আসে। মোবাইলের দোকানে চুরির ঘটনায় জড়িত এক চোরকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। দোকানের মালিক জানিয়েছেন দোকানের পেছনের বাড়ির লোকজনরা তালা ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে বের হয়ে না আসলে দোকানের ভিতর থেকে মোবাইল ফোনসহ অনেক জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যেতে সক্ষম হতো। তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলেও দোকান থেকে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। আমবাসা বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের চুরির ঘটনা অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় আরো বাড়িয়ে তুলেছে। বিশেষ করে চলাকালে কারফিউ অবস্থায় লক ডাউন চলাকালে এধরনের চুরির চেষ্টার ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক।

জরিমানা আদায় না করে মাস্ক দিলেন এডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১ আগস্ট।। শনিবার দুপুরে বিশালগড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মাস্ক না পরার অপরাধে এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে সিপাহিজালা এডিএম উদয়ন সিনহা, এসডিএম জয়ন্ত ভট্টাচার্য এবং ডিএসপিও সজল শর্মা। যারা যারা মাক্স ব্যাতিত ঘুরাফেরা করছে তাদেরকে জরিমানা না করে মাক্স বিতরণ করেন। কোনো জরিমানা করেনি ঐদিন শনিবার ঈদ উপলক্ষে তাদেরকে জরিমানা থেকে ছাড় দিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। বিশালগড় থেকে কিছুক্ষণ পরে গোলাঘাটি বাজারে অভিযান চালায়। যারা বিনা মাক্সে ঘোরাফেরা করছে তাদেরকে মাক্স বন্টন করেছে আধিকারিকরা।তবে করোনা সংক্রমণ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রশাসনিক আধিকারিকরাও তত বেশি নজর রাখছে।এই অভিযানে বিশালগড়ের এসডিপিও তাপস কান্তি পাল ছাড়াও পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিলেন।

চড়িলামে স্কুটি চালক গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। বিশালগড় থানা এলাকার চরিলাম এ একটি বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন এক স্কুটি চালক। জানা যায় একটি দ্রুতগামী বোলেরো গাড়ি একটি স্কুটিকে ধাক্কা দেয়। তাতে স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে আহত হয় স্কুটি চালক। স্থানীয় লোকজনরা মারমুখী গাড়িটি আটক করেন। এদিকে আহত স্কুটি চালককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বোলেরো গাড়ির চালকের দ্রুতগামীতা এবং অসাবধানতার কারণেই এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

তুলাশিখর-বাদলাবাড়ি রাস্তার বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। খোয়াই জেলার তুলাশিখর থেকে বাদলা বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটি চরম অনাদরে অবহেলায় নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি ভাঙতে শুরু করেছে। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু হয়। গতবছর নদীর ভাঙ্গন রোধে কিছু বোল্ডার তৈরি করে ফেলা হয় হয়। অল্প কিছু সংখ্যক বোল্ডার তৈরি করে ফেলে কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় দেখে গা ঢাকা দেয় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর ফলে নদীর ভাঙ্গনে রাস্তা বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে। এ ধরনের কার্যকলাপে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় জনগণ এবং ওই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী সাধারণ মানুষজন। অবিলম্বে রাস্তাটিকে নদীর গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এলাকাটি ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এলাকায় বসবাসকারী সিংহভাগ জনগণ জনজাতি অংশের। সামনেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এলাকার জনগণ জেলা পরিষদ নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তারা অভিযোগ করে জানান বাম সরকারের আমলে বহুবার রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে,, কিন্তু বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি। ভোট এলেই তারা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে যায় বলে তারা গুরুতর অভিযোগ করেন। এ যাত্রায় কোন ধরনের প্রতিশ্রুতির কাছে তারা মাথানত করবেন না প্রয়োজনে তারা যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত থাকবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার রাস্তা হওয়ার কারণেই সরকার ও প্রশাসন বিষয়টির প্রতি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৭৬৪ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ১১ লক্ষ ছুঁইছুঁই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): গতি বাড়িয়ে ভারতে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে দিশেহারা সমগ্র দেশবাসী। বাড়তে বাড়তে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৭ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আক্রান্তের পাশাপাশি দ্রুত বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা, ভারতে ইতিমধ্যেই ৩৬,৫১১ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে কোভিড-১৯। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৭, ১১৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৬,৫১১ জন এবং সংক্রমিত ১৬,৯৫,৯৮৮ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১০,৯৪,৩৭৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ১০৪। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩৬,৫১১ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ১,৩৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৩ জন, অসমে ৯৮ জন, বিহারে ২৯৬ জনের, চন্ডীগড়ে ১৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৩ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৩,৯৬৩ জনের, গোয়া ৪৫ জন, গুজরাটে ২৪৪১ জনের, হরিয়ানায় ৪২১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৪ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১০৬ জনের, কর্ণাটকে ২,৩১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৭৩ জন, লাদাখে ৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ৮৬৭ জন, মহারাষ্ট্রে ১৪,৯৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৫ জন, মেঘালয়ে ৫ জন, নাগাল্যান্ডে ৫ জন, ওড়িশায় ১৭৭ জনের, পুদুচেরিতে ৪৯ জন, পঞ্জাবে ৩৮৬ জন, রাজস্থানে ৬৭৪ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৩,৯৩৫ জন, তেলেঙ্গানায় ৫১৯ জন, ত্রিপুরায় ২১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮০ জন, উত্তর প্রদেশে ১,৬৩০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১,৫৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ২.১৫ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৬৪.৫৩ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ৩৩.৩২ শতাংশ মানুষ। এদিকে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ৩১ জুলাই পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৯৩,৫৮,৬৫৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ৩২ জুলাই ৫,২৫,৬৮৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।